সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

১। পত্রিকাখানি ত্রৈমাসিক। পরিষদের সভ্যগণ উক্ত পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপরে বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা মূল্যে পাইবেন। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

২। পরিষদের কোন সভ্য যখন আপন ঠিকানা পরিবর্তিত করিবেন, তখন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সংবাদ জানাইবেন। নতুবা তাঁহাদের পুস্তক পত্রিকা পত্রাদি পাঠাইলে নষ্ট হওয়া সম্ভব।

প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী।

বাঙ্গালা ভাষার বিস্তর গ্রন্থ প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। সেকালে খৃষ্টীয় মিশনরীদিগের কৃপায় এবং বটতলার কতিপয় পুস্তকবিক্রেতার চেষ্টায় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, অমুদ্রিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থরাশির তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য। পরিষৎ আজ ছয় বৎসরের চেষ্টায় প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থাবলীর যে সকল বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন পরিষদের কার্য্যকলাপে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য মাসিক পত্রিকাতেও অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত না হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অভাব পূর্ণ হইতেছে না। এই জন্য পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩০৭ সাল হইতে "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া প্রতি দুই মাস অন্তর খণ্ডশঃ ঐ সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহার আকার ডিমাই ৮ পেজি ৮ ফর্ম্মা। প্রতি সংখ্যায় কয়েকখানি পুস্তকের কিছু কিছু থাকিবে। প্রত্যেক পুস্তকের স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া হইবে। প্রত্যেক পুস্তকের কবির ইতিহাস, কাব্যগত ভাষার আলোচনা, পাঠ-ভেদ দেওয়া হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পুস্তকের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিবেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা মাত্র।

পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে পাইবেন। গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব স্ব নামধাম ও মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১৩০১ সালের প্রথমে যখন ভূতপূর্ব্ব "বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার" পুনর্গঠিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়, তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ২৯ জন মাত্র ছিল। গত ছয় বর্ষে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া আলোচ্য ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শেষে ৩১২ জন হইয়াছে। ইহা-দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দিন দিন দেশের গণ্য, মান্য, শিক্ষিত, বিদ্যানুরাগী, রাজা ও জমীদার শ্রেণীর লোকে পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। পরিষৎকর্ত্তৃক ক্রমে মাতৃভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টি-পক্ষে কিছু না কিছু কাজ যে হইবে, তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন। এই ছয় বৎসরে, পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য আশানুরূপ সাধিত না হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে পরিষদের আদর দিন দিন বর্দ্ধিতই হইতেছে। এক্ষণে আশা করা যায়, পরিষৎ দিন দিন স্বীয় কার্য্য-সাধনে অধিকতর তৎপর হইয়া, সাধারণের নিকট অধিকতর অনুগ্রহ-ভাজন হইবার উপযুক্ত হইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শুভ সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করায় পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সভ্যবর্গের ও সাধারণের হস্তে পরিষদের ষষ্ঠ বর্ষের (১৩০৬ সালের) নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণ অর্পণ করিতেছেন।

কার্য্যালয় পরিবর্ত্তন,—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যালয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিষদের জন্মাবধি, এমন কি, তাহার পূর্ব্বাবস্থা

"বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার" যে দিন প্রথম স্থাপিত হয়, সেই দিন হইতেই, তাহা শোভাবাজারের রাজবংশীয়, বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে অবস্থিত ছিল। আলোচ্য বর্ষের শেষাংশে অর্থাৎ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩রা ফাল্গুন (১১ ফেব্রুয়ারী ১৯০০), বুধবার সাড়ে পাঁচটার সময় পরিষদের পূর্ব্ব কার্য্যালয় ১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ একাদশ জন সভ্যের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষৎ কার্য্যালয় সম্প্রতি ১৩৭।১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে। তদবধি পরিষদের কার্য্য এই স্থানেই হইতেছে।

সভ্যসংখ্যা,—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৩০৬ সালের প্রথমে ৩৩৮ জন সভ্য লইয়া পরিষৎ কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে ৩১৮ জন সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হন; তন্মধ্যে ১৩০৫ সালের নিয়মাবলীর ৯ম নিয়মানুসারে ২৫১ জনের নিকট প্রবেশিকা না পাওয়ায়, এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বর্ষে ৫৯ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন ও ৪ জন পরলোকগত হইয়াছেন, সুতরাং আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট ৬৩ জন সভ্য হ্রাস হইয়াছে। এই ৬৩ জনকে বাদ দিয়া ও প্রবেশিকা-প্রদাতা ৬৭ জনকে ধরিয়া আলোচ্যবর্ষের শেষে পরিষদের সভ্যসংখ্যা মোট ৩৪২ জন হইয়াছে। যে ২৫১ জনের নিকট এখনও প্রবেশিকা পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিধিসিদ্ধ সভ্য বলিয়া ধরা হইল না, তাঁহাদিগের মধ্যে ২৩৭ জন পরিষদের শেষ দুই মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মফস্বলবাসী; কাজেই আলোচ্য বর্ষের শেষ কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রবেশিকাদি আসিয়া পৌঁছায় নাই এবং অনেক সভ্যকে ১৩০৬ সালের মধ্যে নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রেরণ করা হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৩০৭ সালের প্রথমেই তাঁহারা প্রবেশিকাদি পাঠাইয়া দিবেন এবং নববর্ষের প্রারম্ভেই পরিষদের একবারে অনেকগুলি সভ্য বাড়িয়া যাইবে। (সভ্যগণের নামের তালিকা "ক" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

সভ্যের মৃত্যু,—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ৪ জন সভ্যের

মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট সভ্য এবং দুইটি সাধারণ সভ্য। বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে ৺রাজনারায়ণ বসুর ও সার্ উইলিয়ম হাণ্টারের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংসারে চির-সুপরিচিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষদের এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না। যখন বাঙ্গালা-সাহিত্য কেবল গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতে মরণকালপর্য্যন্ত ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঋণ বঙ্গদেশ কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব "বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার"কে বর্ত্তমান "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আকারে গঠিত করিবার পক্ষে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। পরিষদের নিকট এজন্যও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। সার্ উইলিয়ম হাণ্টার ঐতিহাসিক সাহিত্যে সমস্ত জগতে সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া তিনি শিক্ষিত ভারত-বাসিমাত্রকেই কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ সভ্যের মধ্যে সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের মৃত্যুতে পরিষৎ যে কেবল এক হিতৈষী ও উৎসাহী বন্ধু হারাইয়াছেন, এমন নহে; তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক অতি উজ্জ্বল রত্ন ও গৌরবস্থল হারাইয়াছেন। ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অল্পবয়সে অকালমৃত্যুও পরিষদের পক্ষে এক দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সেই সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ যশ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি যে অনেক কাজ করিয়া যাইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সকল সভ্যের মৃত্যুতে পরিষৎ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন এবং পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিশিষ্ট সভ্য,—পরিষদের নিয়ম আছে, পরিষদে বারজন বিশিষ্ট সভ্য থাকিতে পারেন। আলোচ্য বর্ষে একাদশ জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং একটি পদ শূন্য ছিল। আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বোক্ত দুইজন বিশিষ্ট

সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় আরও দুইটি পদ শূন্য হইয়াছে। অবশিষ্ট আট জন বিশিষ্ট সভ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ., বি. এল।
২। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ., বি. এল্।
৩। " নবীনচন্দ্র সেন বি. এ।
৪। " রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
৫। স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ্।
৬। মিঃ জন বীম্‌স।
৭। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই।
৮। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভ্যের পদত্যাগ,—আলোচ্য বর্ষে যে ৫৯ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আলোচ্য বর্ষের শেষাংশেই ২৮ জনের পদত্যাগ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরিষদের হিতৈষী ও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের পদত্যাগ পরিষদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। যাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা যত দিন পরিষদের সভ্য ছিলেন, তত দিন পরিষদের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন; এজন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন।

অধিবেশনাদি,—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এগারটী মাসিক অধিবেশন, সাতটি বিশেষাধিবেশন এবং সমস্ত শাখা-সমিতির একটি সমবেত অধিবেশন হইয়াছিল। মাসিক অধিবেশনগুলির কোনটিতে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা ৪৮ জনের অধিক এবং ১৬ জনের কম হয় নাই। বিশেষ অধিবেশন গুলির কোনটিতে উপস্থিতির সংখ্যা ২৪ জনের কম হয় নাই। শাখাসমিতি-গুলির সাধারণ অধিবেশনে সকল সমিতিরই সভ্য অল্প-বিস্তর উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক অধিবেশন কয়টিতে পরিষদের উদ্দেশ্যসাধক অনেক কার্য্য

এবং ১৩০৩ সালের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে নানাবিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। মাসিক কার্য্যবিবরণীতে সে সকলের বিশেষ বিবরণ ও ঐ সকল প্রবন্ধের অনেকগুলি পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যে অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্বন্ধে একটি, পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধে দুইটি, প্রাচীন সাহিত্য-সম্বন্ধে দুইটি, প্রাচীন কবির জীবনী-সম্বন্ধে তিনটি, বিজ্ঞান-সম্বন্ধে একটি এবং দর্শন-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। নিম্নে প্রবন্ধরচয়িতা, প্রবন্ধ ও কোন্ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

	রচয়িতা।	প্রবন্ধ।	কোন্ অধিবেশনে পঠিত।
১।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	অলঙ্কারশাস্ত্র	১ম অধিবেশন।
২।	" হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ	দেহ ও সৃষ্টি	২য় " ।
৩।	" শিবচন্দ্র শীল	৺[illegible] গোবিন্দচন্দ্র শীল	৩য় " ।
৪।	" অম্বিকাচরণ গুপ্ত	পল্লীগ্রামের পুরাতত্ত্ব	৪র্থ " ।
৫।	" আনন্দনাথ রায়	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশপরিচয়	৫ম " ।
৬।	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	আদিশূর ও জয়ন্ত	৬ষ্ঠ " ।
৭।	" আনন্দনাথ রায়	রঘুনন্দন ও নরহরি ঠাকুর	৭ম " ।
৮।	" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	সেকালের কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ	৮ম " ।
৯।	" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ	বুদ্ধদেবের জীবনী	৯ম " ।
১০।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্	অপর প্রকৃতি	১০ম " ।

এই সকল প্রবন্ধ-রচয়িতার মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল পরিষদের সভ্য নহেন, অথচ তাঁহারা দুইটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরিষৎকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন।

বিশেষ অধিবেশন কয়টির মধ্যে পাঁচটিতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি-সাধক কার্য্য এবং দুইটিতে পরিষদের বিশেষ বিশেষ কার্য্য হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের ৮ই জ্যৈষ্ঠ এক বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ দিন পরিষদের সভ্য ৫১ জন এবং অন্যান্য শ্রোতা প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত

চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয় "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ তিনি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধে অনেক সারগর্ভ কথার আলোচনা ছিল। তৎপরে ১২ই আশ্বিন আর একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ দিন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে শোকপ্রকাশ এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের জন্ত যে নূতন প্রস্তাব শিক্ষা-বিভাগে উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরিষৎ হইতে সংশোধন-প্রস্তাব করিয়া যে আবেদন প্রেরিত হইবে স্থির হয়, তাহার পাণ্ডুলিপি অনেক আলোচনার পর গৃহীত হইয়াছিল। (আবেদন পত্রের প্রতিলিপি "খ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) তৎপরে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশন যথাক্রমে ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৮ই মাঘ, ১২শে ও ২৫শে চৈত্র তারিখে হইয়াছিল। এই চারিটি অধিবেশনের মধ্যে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশন ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এবং চতুর্থ অধিবেশন রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "একালের দর্শন" নামক প্রবন্ধের তিনটি প্রস্তাব ও অপরটিতে প্রথম দুই বক্তৃতার অনুবৃত্তি পাঠ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে একালের পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র হইতে ডারউইন, কাণ্ট ও স্পেন্সারের মত, তিনি সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন। তৃতীয় প্রস্তাবে প্রথম দুই প্রস্তাবের অনুবৃত্তি এবং চতুর্থ প্রস্তাবে স্পেন্সারের মতের বিশেষ আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের সভ্যব্যতীত আরও বহুতর গণ্য, মান্ত, বিদ্বান্ শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন ৩রা ফাল্গুন তারিখে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যালয়ে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এই একাদশ জনের অনুরোধে, ঐ বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিষদের কার্য্যালয় ও অধিবেশন যাহাতে কোন সাধারণ

স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত ও তৎসম্পর্কে নিয়মাবলীর আবশুকমত পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন। ঐ দিন সভাস্থলে প্রায় শতাবধি সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে প্রস্তাব-সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয় এবং সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। অবশেষে স্থানান্তরের বিরুদ্ধবাদী কতিপয় সভ্য সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই সভাস্থল ত্যাগ করায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানান্তর করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কর্ম্মচারিগণ—আলোচ্য বর্ষে বার্ষিক নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্ম্মচারিরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।—

১।	শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সভাপতি।
২।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ	সহকারী সভাপতিগণ।
৩।	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ	
৪।	„ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
৫।	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ...	সম্পাদক।
৬।	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	সহকারী সম্পাদক।
।	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ,	
৮।	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ. ...	পত্রিকা-সম্পাদক।
৯।	„ প্রভুলচন্দ্র বসু	গ্রন্থরক্ষক।
১০।	„ বাণীনাথ নন্দী	আয়ব্যয়-পরীক্ষক
১১।	„ চারুচন্দ্র ঘোষ	
১২।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্, ...	ধনরক্ষক।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মল্লিকই পরিষদের বেতনভুক্ লেখকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। গত শ্রাবণ মাসে গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভুলচন্দ্র বসু মহাশয় গ্রন্থরক্ষকের পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনিও গত ফাল্গুন মাসে পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী তাঁহার স্থানে গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেতনভুক্ লেখক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক গত ফাল্গুন মাসে পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে প্রথমে অল্পদিনের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন নিযুক্ত হন, পরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি,—১৩০৩ সালের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে আলোচ্য বর্ষে ৮ জন নির্ব্বাচিত ও ৪ জন মনোনীত সভ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়। নিম্নে উভয়বিধ সভ্যের নাম দেওয়া হইল।

নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।

১। কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া।
২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।
৩। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল।
৪। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৫। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। „ গোবিন্দলাল দত্ত।
৭। „ মনোমোহন বসু।
৮। „ চারুচন্দ্র ঘোষ।

মনোনীত সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল।
২। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।
৩। „ নগেন্দ্রনাথ বসু।
৪। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

এতদ্ব্যতীত ১৮শ নিয়মানুসারে পরিষদের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আয়ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় এবং বেতনভুক্ লেখক ব্যতীত আর সকলেই এই সমিতির সভ্য-রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ কর্ম্মচারী (সহকারী সভাপতিদ্বয়) রাজকার্য্যে সর্ব্বদা মফস্বলে বাস করায়, একটি অধিবেশনেও উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অন্য সকলে অবসর মত যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহে সহায়তা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির ১৩শটী অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সকল অধিবেশনের মধ্যে দুইটিতে সভার কার্য্য চালাইবার উপযোগী ৩১শ নিয়মানুযায়ী সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। যে সকল অধিবেশনে কার্য্য হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই উপস্থিতি সংখ্যা ১২ জনের বেশী হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য ;—

(১) মফস্বলের প্রাপ্তি স্বীকার,—মফস্বলের চাঁদা-প্রাপ্তির বিবরণ পত্রিকার মলাটে মুদ্রিত করা স্থির হইয়াছে। (আলোচ্য বর্ষে এই নূতন নিয়মানুসারে কার্য্য হয় নাই, আগামী বর্ষ হইতে হইবে, এরূপ আশা করা যায়।)

(২) হেমবাবুর সাহায্য,—কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ পরিষৎ স্বীয় সভ্যগণের মধ্য হইতে অর্থসাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ বৈশাখমাসে তাহীরপুরের রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয় লোক পাঠাইয়া এই সম্বন্ধে পরিষৎকে উদ্যোগী হইবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরে তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধে পরিষদের সম্পাদকের পত্র-ব্যবহার হয়। তাহার পর ১লা শ্রাবণের মাসিক অধিবেশনে হেমবাবুকে কি উপায়ে পরিষৎ হইতে সাহায্য করিতে পারা যায়, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় এবং গবর্মেণ্ট হইতে রাজবৃত্তি দেওয়াইবার প্রস্তাবের পোষকতা করিবার জন্য গবর্মেণ্টে আবেদন করা স্থির হয়। তৎপরে ২২শে শ্রাবণের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উক্ত শাখা-সমিতির প্রস্তুত আবেদন-পত্রের এবং চাঁদা-সংগ্রহের বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়। পরে ঐ বিজ্ঞাপন পরিষদের সমস্ত সভ্যের নিকট এবং ঐ আবেদন-পত্র গবর্মেণ্টে পাঠান হয়। বিজ্ঞাপন পাইয়া কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া-প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি হেমবাবুকে এককালীন কিছু অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় মাসিক ১০৲ দশ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকার করেন। গবর্মেণ্ট হইতেও হেম বাবুর মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (আবেদন পত্রের প্রতিলিপি "খ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(৩) ষাণ্মাসিক সম্মিলন,—পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি, এল্, মহাশয়, আলোচ্য বর্ষের আষাঢ় মাসে, পরিষদের সমস্ত সভ্যের মধ্যে দেখা শুনা ও আলাপ পরিচয় হইয়া, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন হয় এজন্য, একটি উদ্যান-সম্মিলনের প্রস্তাব করেন। ১লা শ্রাবণের মাসিক অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ষাণ্মাসিক সম্মিলন নামে প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন করা হইবে, এইরূপ স্থির হয়।

আলোচ্য বর্ষে শারদীয় পূজার পরই এইরূপ একটি প্রীতিসম্মিলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য, পরিষদের অন্যতর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, মূলপ্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে পি, এস্, ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ইঁহাদিগকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত করা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উহার আয়-ব্যয়, আমোদ-আনন্দ এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও হেমেন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত না হওয়ায় উহার কিছুই হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এ সম্বন্ধে তৎপরে আর দ্বিতীয় চেষ্টা হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষের নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইহার জন্য অন্য কোন সুগম উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) পারিতোষিক প্রবন্ধ,—পূর্ব্ব বর্ষের নির্দ্ধারণ অনুসারে আলোচ্য বর্ষে, পরীক্ষকদিগের অভিপ্রায়মত, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (ক) অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের জন্য "যতীন্দ্রনাথ" পুরস্কারের ৫০০৲ পাঁচশত টাকা ভবানীপুর ভাগবত-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থকে এবং হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম্, এ, বি, এল্-কে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন আর (খ) "আর্য্যজাতির সমাজ-বন্ধন" নামক প্রবন্ধের জন্য "কৃষ্ণভাবিনী বসুমল্লিক" পুরস্কারের ৫০০৲ টাকা শ্রীহারবাজ গুরকে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করিয়াছেন।

(৫) ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ,—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় পরিষদের অন্তর্গত গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতির প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাব করেন,—ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাতের সময় এ দেশের কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান রাজপুরুষের জীবনী এবং তৎকালীন দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বিভিন্ন আপিস হইতে আসল কাগজ-পত্র দেখিয়া বৃত্তান্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে পরিষৎ ইতিহাস-সঙ্কলন-বিষয়ে একটা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব

বাহাদুর অবগত হইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষকে এই সকল কাগজ-পত্র দেখিতে দিবার আদেশ গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক দিতে পারেন। অতএব ফারসী দলিলাদি নকল ও অনুবাদ করাইবার জন্য একজন মৌলবী এবং ইংরাজী কাগজ-পত্র দেখিয়া, বাছিয়া লইবার জন্য একজন সুনিপুণ, চতুর, কৃতবিদ্য লোকের প্রয়োজন। ইঁহাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ আপাততঃ পরিষৎ গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির তহবিল হইতে কিছু ব্যয় অনুমোদন করিলে, কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় এবং প্রথমতঃ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পরিষৎ স্বীকার পান। তৎপরে উক্ত কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ও হীরেন্দ্র বাবুর উপর অর্পণ করেন। ক্রমে তাঁহারা মৌলবী আরসাদউদ্দীন আহাম্মদ এবং বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ-কে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তৎপরে পাঁচকড়ি বাবু ও মৌলবীসাহেব কতকগুলি কাগজের নকলও করিয়াছিলেন। সেই সকল কাগজপত্র রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট আছে। নানা বিশেষ কারণে এইকার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই।

(৬) উদ্দেশ্য-সাধন—প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থের উদ্ধার করা পরিষদের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার সুবিধার্থ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও আনুকূল্যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সাময়িক পত্রের ন্যায় প্রতি দুই মাস পরে এক এক খণ্ড প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির বিবরণ-স্থলে উহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৭) গৃহসজ্জা ক্রয়,—পরিষৎ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেও পরিষদের নিজের গৃহসজ্জা যৎসামান্যই ছিল। নিজের নূতন কার্য্যালয়েই যাহাতে পরিষদের মাসিক অধিবেশন নির্ব্বাহ হইতে পারে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আলোচ্য বর্ষে তদুপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া পরিষৎকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। পরিষদের নিয়মিত আয় হইতে ইহার ব্যয় দিতে হয় নাই। পরিষদের কতিপয় হিতৈষী বন্ধু এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শাখা সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের বিশেষ বিশেষ

কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত ১৬টি শাখাসমিতি ছিল ;—(১) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (২) কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি, (৩) কাশীদাসী মহাভারত সমিতি, (৪) কবিকঙ্কণ চণ্ডী সমিতি, (৫) রামমোহনের রামায়ণ সমিতি, (৬) ঐতিহাসিক সমিতি, (৭) পরিভাষা সমিতি, (৮) উদ্ভিদ্-পরিভাষা সমিতি, (৯) ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি, (১০) প্রাচীন শব্দ সমিতি, (১১) প্রাচীন সাহিত্য সমিতি, (১২) গ্রামসমিতি, (১৩) হেমবাবুর সাহায্যোপায়-নির্দ্ধারণ সমিতি, (১৪) শিক্ষা সমিতি, (১৫) বাস্তবিক সম্মিলনোপায়-নির্দ্ধারণ সমিতি, (১৬ নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি।

ইহার মধ্যে প্রথম ১২টির গঠন ও উদ্দেশ্য-বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত আছে। ১৩শ ও ১৫শ শাখাসমিতির কার্য্যবিবরণ ইতিপূর্ব্বেই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণ-মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। অপরগুলির মধ্যে আলোচ্য বর্ষে যাহাদের কার্য্য কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(ক) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি,—আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবিত শ্রীমদ্ভাগবতের ৺ সনাতন চক্রবর্ত্তীকৃত প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ মুদ্রিত করার প্রস্তাব আলোচিত হয়। উক্ত অনুবাদ মূলানুযায়ী কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার ভার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়। তিনি পরীক্ষায় উহা মূলানুযায়ী অনুবাদ বলিয়া প্রকাশ করায়, উহা মুদ্রিত করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে। সম্পাদন-বিষয়ে প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্র এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ঐ অধিবেশনেই রাজকীয় প্রাচীন কাগজপত্র হইতে ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় অধিবেশনে এসিয়াটিক সোসাইটির (*Biblothica Indica*র) ন্যায় খণ্ডশঃ প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব আলোচিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই। চতুর্থ অধিবেশনে "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া সাময়িক পত্রের আকারে প্রতি দুই মাস অন্তর প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী-প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উহা প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত নিয়মগুলিও গৃহীত হইয়াছে।

(১) "প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" নামে অনুমান ৮ ফর্ম্মা করিয়া ত্রৈমাসিক পুস্তকাকারে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ ১৮ পাউণ্ড কাগজে প্রতি সংখ্যা ১০০০ করিয়া ছাপা হইবে।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সর্ব্ব প্রধান সম্পাদক হইবেন।

(৩) গ্রন্থাবলীতে প্রতি সংখ্যায় একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং প্রত্যেক পুস্তকের জন্য প্রয়োজন হইলে স্বতন্ত্র সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) সমস্ত গ্রন্থের শেষ মুদ্রণাদেশ সর্ব্বপ্রধান সম্পাদক দিবেন এবং তাঁহার পরামর্শ মত সমস্ত গ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

(৫) বিভিন্ন পুস্তকের সম্পাদকেরা প্রত্যেক ১০ দশ খণ্ড করিয়া স্ব স্ব সম্পাদিত পুস্তকাংশ বিনা মূল্যে পাইবেন।

(৬) ১৩০৭ সালে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আপাততঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তত্তৎপুস্তকের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

গ্রন্থ ও তাহার পরিচয়।	সম্পাদক।
১। গোবিন্দ চন্দ্র গীত, ৺দুর্লভ মল্লিক কৃত। (বাঙ্গালায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মমূলক গ্রন্থ)	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।
২। মনসা-মঙ্গল, ৺বিষ্ণুপাল কৃত। (সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মনসামঙ্গল।)	শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
৩। চৈতন্য-মঙ্গল,—৺জয়ানন্দ মিশ্র কৃত। (চৈতন্য-জীবনী-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণপূর্ণ গ্রন্থ।)	শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ।
৪। বিদ্যাপতির পদাবলী। (নেপালরাজের পুস্তকাগারে প্রাপ্ত ৪০০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি, ২৭৫টী নূতন পদযুক্ত)	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ।
৫। কালিকামঙ্গল, ৺কৃষ্ণরাম দাস প্রণীত। (বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান।)	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।
৬। বাসু ঘোষের পদাবলী,—(চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা গানে রচিত।)	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

৭। জৈমিনী ভারত.—
(ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী
কৃত।) } শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

৮। জয়দেব চরিত.—
(জয়দেবের জীবনী-সম্বন্ধে নবাবি-
ষ্কৃত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ।) } শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

৯। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী,—
৺ ভাগবতাচার্য কৃত
(শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন পদ্যানুবাদ) } শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

(৭) কোন পুস্তক এক ফর্মার কম প্রকাশিত হইবে না এবং প্রত্যেক পুস্তকের স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া হইবে।

(৮) পরিষদের সভ্যগণ এই গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে পাইবেন, কিন্তু যিনি পরিষদের মাসিক চাঁদা নিয়মিত না দিবেন, তিনি উহা বিনামূল্যে পাইবেন না।

(৯) পরিষদের সভ্য-ব্যতীত সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থাবলীর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্বশুদ্ধ ২ টাকা।

এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ-সম্পাদন-বিষয়ক কতকগুলি নিয়মও ঐ অধিবেশনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থপ্রকাশসমিতির পূর্ব্বারব্ধ বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মূল্য পরিষদের সভ্যপক্ষে ১।০ এবং সাধারণের পক্ষে ১৷০ নির্দিষ্ট হইয়াছে। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীও আলোচ্যবর্ষে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুই একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পরিষৎপত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি,—আলোচ্যবর্ষে এই সমিতির যত্নে পরিষদের আজন্ম-আরব্ধ-কার্য্য আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অযোধ্যাকাণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। উত্তরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড মুদ্রণযোগ্য হইয়া প্রস্তুত আছে; আগামী বর্ষে অর্থাৎ ১৩০৭ সালে তাহাও প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(গ) পরিভাষাসমিতি,—আলোচ্যবর্ষে সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার ষষ্ঠ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত ভৌগোলিক পরিভাষা-সংশোধনের আবশ্যকতা অনেকেই দেখাইয়াছিলেন। পরিভাষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তদনুসারে পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিভাষার সংস্কার করিয়া

পরিভাষা। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্ মহাশয়কে দেখান। তিনি অনুমোদন করায় উহা পত্রিকার ষষ্ঠ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় সাধারণের সমালোচনার জন্য পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়াছে। উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করাইয়া পরিভাষা সমিতির সভ্যগণ ও অন্যান্য অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট প্রেরিত হইয়াছে; আগামী বৎসরে ভৌগোলিক পরিভাষা সুসংশোধিত আকারে উপস্থিত করিতে পারা যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। এতদ্ভিন্ন পত্রিকার ষষ্ঠ ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় জ্যোতিষিক পরিভাষা ও চতুর্থ সংখ্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটির জন্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এলের এবং দ্বিতীয়টির জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বর্ষে পরিভাষা-সঙ্কলন-সম্বন্ধে আর একটি প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কাশীতে হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য "নাগরী প্রচারিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস উহার সম্পাদক। উক্ত সভাও হিন্দীতে পরিভাষা সঙ্কলনে ব্রতী হইয়া পরিষদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। উভয় সভা পরস্পর সাহায্য করিলে পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

(ঘ) প্রাচীন শব্দসমিতি,—এই সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় দেশজ শব্দসংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে তিনি কৃষিসম্বন্ধে অনেকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি,—পূর্ব্ব বৎসরে এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত এই সমিতির সভ্য ও অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ব্যাকরণ ও ভাষাগত কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কয়েক জনের নিকট হইতে উহার উত্তর পাওয়া গিয়াছিল। এই সমিতির সম্পাদক ঐ সকল উত্তরের মর্ম্ম অবগত হইয়া আপাততঃ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, উপস্থিত প্রণালীতে কোন কাজ হইবে না। যাবৎ পরিষৎ হইতে কতকগুলি ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত না হইতেছে, তাবৎ বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদর্শ সাধারণের গোচর হইতেছে না। এই কারণে তিনি এই সমিতির কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

(প্রশ্ন ও উত্তরের সারাংশ যথাক্রমে "খ" পরিশিষ্টে রহিল।)

(চ) প্রাচীন সাহিত্যসমিতি,—আলোচ্য বর্ষেও এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের যত্নে কতকগুলি নূতন পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ তাঁহার পূর্ব্ব-সংগৃহীত "জগদানন্দ পদাবলী" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিষৎ হইতে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন।

(ছ) গ্রন্থ সমিতি,—এই সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে সমিতির অন্যতম সভ্য এবং পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য-দর্শনের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য "একালের দর্শন" নাম দিয়া প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়াছেন। উহা হইতে তিনটী প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষের তিনটি বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। তদ্বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিবার ভার লইয়াছেন, তাহার অন্তর্গত "অপরা প্রকৃতি" নামক প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণও পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(জ) শিক্ষা সমিতি,—শ্রাবণের মাসিক অধিবেশনে গভর্মেণ্টের নূতন প্রস্তাবিত বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন-প্রস্তাব করিবার জন্য যে শিক্ষাসমিতি গঠিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল,

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ... সভাপতি।
মাননীয় „ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
„ সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্।
মাননীয় „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্।
„ আনন্দমোহন বসু এম্ এ, ব্যারিষ্টার।
„ সারদারঞ্জন রায় এম্ এ।
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
„ অমৃতলাল বসু।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্ সম্পাদক।

এই সমিতির সাতটি অধিবেশন হইয়াছিল। গভর্মেণ্টের প্রস্তাবিত

নূতন প্রণালীর বিশেষ আলোচনা করিয়া উহার সংশোধনার্থ এই সমিতি গভর্মেণ্টে পাঠাইবার জন্ম আবেদনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং তাহা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হস্তে দিয়া সমিতি ভঙ্গ করেন। ঐ আবেদনের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঝ) নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি,—কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনে আগামী বর্ষের জন্ম নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধনাদি করিবার জন্ম এই সমিতি গঠিত হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য গৃহীত হন,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি, এল।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ।
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী।

এই সমিতির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীকৃত এক পাণ্ডুলিপি আলোচিত হয়। তৎপরে আর এক অধিবেশনে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত কয়েকটি নূতন নিয়ম এবং হেমেন্দ্র বাবুর কয়েকটি চুর্ণক হীরেন্দ্র বাবুকে দেওয়া হইয়াছে। হীরেন্দ্রবাবু উহার আবশ্যকমত পরিবর্ত্তনাদি করিয়া স্বীয় মন্তব্যসহ মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শাখাসমিতিগুলির কার্য্য আলোচনার্থে বিশেষ কিছু অবসর না হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সপ্তম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রস্তাবমতে ২০ চৈত্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥০টার সময় পরিষদের নূতন কার্য্যালয়ে সমস্ত শাখাসমিতির এক সমবেত অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে বহু আলোচনার পর এবং পরিষদের ২৮শে চৈত্রের দশম মাসিক অধিবেশনের অনুমোদনে সমস্ত শাখাসমিতি নিম্নলিখিত ভাবে পুনর্গঠিত হওয়া অবধারিত হয়। একজাতীয় বিভিন্ন শাখাসমিতি মিলিত করিয়া, তৎসমস্তের সভ্যগণকে লইয়া এক একটী মূল শাখাসমিতি গঠিত করিলে শাখাসমিতির উদ্দেশ্য অধিকতর সুবিধার সহিত সাধিত হইবে বিবেচনায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে,—

(১) গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি, প্রাচীন সাহিত্যসমিতি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি, কাশীদাসী মহাভারত সমিতি, কবিকঙ্কন চণ্ডীসমিতি এবং রামমোহনের গ্রন্থাবলী সমিতি মিলিত হইয়া "গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি" নামক একটি মূল শাখা-সমিতি গঠিত হয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ যথাক্রমে তাহার সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদক নিয়োজিত হন এবং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষা ও প্রকাশ করাই ঐ শাখাসমিতির কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রয়োজন হইলে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ, নিজেদের মধ্য হইতে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিবার পক্ষে এই সমিতির সভ্যগণের অধিকার আছে।

(২) পরিভাষা সমিতি ও উদ্ভিদ্ পরিভাষা সমিতি মিলিত হইয়া "পরিভাষা সমিতি" নামক একটি মূল শাখা সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন।

(৩) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বিবেচনায়, ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি নামের পরিবর্ত্তে ঐ সমিতির নাম "ভাষাবিজ্ঞান সমিতি" হয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল্, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক বিভিন্নতা এবং ঐতিহাসিক ক্রম অনুসন্ধান ও আলোচনা করা ঐ শাখাসমিতির কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

(৪) ঐতিহাসিক সমিতির কার্য্য কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া এবং প্রাচীন শব্দ সমিতির কার্য্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া উভয়ের পরিবর্ত্তে "শব্দসমিতি" নামক একটি মূল শাখাসমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রস্তাবে

(৫) গ্রন্থসমিতি নামের পরিবর্ত্তে, ঐ সমিতির নাম "গ্রন্থ-রচনা সমিতি" হয় এবং নিয়মাবলীর ২৪ ও ২৬ ধারা অনুসারে কার্য্য করিবার ভারসহ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হয়।

এইরূপে এক্ষণে পরিষদের মোট পাঁচটি শাখাসমিতি একপ্রকার স্থায়ীভাবে গঠিত হইয়াছে,—(১) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (২) পরিভাষা সমিতি, (৩) ভাষাবিজ্ঞান সমিতি, (৪) শব্দ সমিতি ও (৫) গ্রন্থরচনা সমিতি। নিয়মাবলীর

সংস্কার হইয়া গেলে, নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় ভঙ্গ হইবে।

পরিষৎ পুস্তকালয়,—আলোচ্য বর্ষের শেষে পুস্তকালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪৮ খানি পুস্তক ও ১৮ খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিয়মিত ভাবে ৪২ খানি সাময়িক পত্র আসিতেছে। ১৩০৫ সালের শেষে পুস্তকের সংখ্যা ৭৯২ খানি ছিল, আলোচ্য বর্ষে আর ৬৬ খানি পুস্তক বাড়িয়াছে, ইহার মধ্যে ৪ খানি ক্রীত এবং ৬২ খানি উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৯ খানি হিন্দী, ১৩ খানি ইংরাজী, ১ খানি সংস্কৃত ও ৪০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক। আলোচ্য বর্ষে যিনি যতগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল (৬ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয় হইতে সভ্যগণ ২১৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিতে লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ পরিষৎ পুস্তকালয়ের উন্নতি-বিধানার্থ আলোচ্যবর্ষে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরিষদের বর্ত্তমান কার্য্যালয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রাতে ও অপরাহ্নে সাধারণের পাঠের জন্য রাখা হউক। অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মহাশয়েরা তাঁহাদের কার্য্যালয়ের নানাবিধ বিদেশীয়, ভারতের অন্য প্রদেশীয় ইংরাজী এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র এতদুদ্দেশ্যে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

পুঁথি-সংগ্রহ,—আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ হইতে পুঁথিসংগ্রহ কার্য্যবিশেষ অগ্রসর হয় নাই, কেবল পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত কাশীদাসী মহাভারতের কয়েক পর্ব্ব শতাধিক বর্ষের পুঁথি অতি সামান্য মূল্যে সংগ্রহ করায় উহা পরিষৎ হইতে ক্রীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ও স্বসংগৃহীত প্রায় ৪।৫ শত বাঙ্গালা পুঁথি পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে এবং প্রয়োজন হইলে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী হইতে বাঙ্গালা পুঁথি আনাইয়া দিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকৃত হইয়াছেন; এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট অনুগৃহীত হইয়া রহিলেন।

আগামী বর্ষে নব-প্রস্তাবিত "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" প্রকাশ-জন্য মহা-মহোপাধ্যায় মহাশয়ই নিজ পুঁথি হইতে ৫ খানি পুঁথি দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা,—পরিষদের চেষ্টায় এফ, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা লইবার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার্ষিক বিবরণীতে আছে। বৎসর বৎসর এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। গত ইংরাজী ১৮৯৮ সালে যে পরীক্ষা হয়, তাহার বি, এ, পরীক্ষার বাঙ্গালা রচনায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্ব প্রথম হন। আলোচ্যবর্ষে রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহাকে এককালীন ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। গত ১৮৯৯ সালের বি এ পরীক্ষায় যিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় (ঢাকা কলেজ।) ১৮৯৯ সালে মোট ২৮০০ জন এবং গত ১৯০০ সালের পরীক্ষায় ৩১৩৩ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল।

রাজবৃত্তি লাভ,—একদিন এদেশে সাধারণ সাহিত্য সেবি-গণ গভর্মেণ্ট হইতে কোনরূপ রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন না। টোলের অধ্যাপকেরা উপাধি-পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইয়া ছাত্রকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে পারিলে কিছু কিছু অর্থ পুরস্কারস্বরূপ এককালীন দান পাইতেন মাত্র। আলোচ্য বর্ষে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলক্ষ করিয়া দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীকে রাজ-বৃত্তি দিবার প্রস্তাব রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গভর্মেণ্টে উপস্থিত করেন। পরে গভর্মেণ্ট হইতে ঐরূপ বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক ২০৲ টাকা এবং পরিষদের অন্যতম সভ্য বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ, এবং কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া রাজ-বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। পরিষৎ এই সকল সংবাদে আন্তরিক আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন। কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্তি-নির্দ্ধারণ জন্য পরিষদের আবেদন গভর্মেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিয়াছেন জানিয়া গভর্মেণ্টকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। (গভর্মেণ্ট হইতে উক্ত আবেদনের যে উত্তর আসিয়াছে, তাহা "খ। ১" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

আয় ব্যয়,—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট আয় ২৮৯৮৶১৫ হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ১৬১॥৶১৫ ছিল। উহা বাদে আলোচ্য বর্ষের সর্ব্বপ্রকারে আয় ২৭৩৬৷৹ টাকা। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় ২৫১৬৸৶১৫ টাকা হইয়াছে। উহা বাদে বর্ষশেষে মোট ৩৮১।৴৹ টাকা মজুত আছে। ইহার মধ্যে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ২২৫৲ টাকা ও ধনরক্ষকের নিকট ১৫৬।৴৹ টাকা আছে। (বিশেষ বিবরণ "চ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল,—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে এই তহবিলে ৮৯৬৸৶৹ মজুত ছিল। ইহার ধনরক্ষক রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আলোচ্য বর্ষে প্রাচীনগ্রন্থ প্রকাশের জন্য এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুকে ৫৭৫৲ টাকা এবং ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের ব্যয় ৭৫৲ টাকা দেওয়ায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ১৭৫৲ ও ধনরক্ষক রাজা বাহাদুরের নিকট ৭১৸৶৹ মজুত আছে। (বিশেষ বিবরণ "ছ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

পরিষৎ-কার্য্যালয়ে স্থানান্তর-করিবার চাঁদা,

পরিষৎ স্থানান্তরিত করিবার অতিরিক্ত ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ পরিষদের হিতৈষী কতিপয় বন্ধু আলোচ্য বর্ষে কিছু টাকা এককালীন দান করেন। উহা হইতে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ক্রয়ে এ পর্য্যন্ত ৩৫০৲ খরচ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরিষদের-কতিপয় বন্ধু কতকগুলি প্রয়োজনীয় আসবাব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। ঐ সকলের মূল্যও ২০০৲ শত টাকার ন্যূন নহে। ইহাদের নাম ও দানের পরিমাণ প্রকাশ করিতে নিষেধ থাকায় তাহা প্রকাশিত হইল না।

এনসাইক্লোপিডিয়ার চাঁদা,—পূর্ব্ববর্ষে এনসাইক্লোপিডিয়া ক্রয় করিবার জন্য একটি বিশেষ চাঁদা সংগৃহীত হয়। ১২জন লোকে ১৮০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে পূর্ব্ব বর্ষে ৯॥৹ ও আলোচ্য বর্ষে ৬৫৲ টাকা, মোট ৭৪॥৹ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছে। সকলে চাঁদা দেন নাই; যাঁহারা দিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আর ৫০৲ টাকা বাকী আছে। উহা আদায় হইলে এই পুস্তক ক্রয় করিতে যে ৩০০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে, উহার মধ্যে পরিষদের তহবিল হইতে ২০৫॥৹ টাকা লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

বেণ্ডল পার্টির চাঁদা,—পূর্ব্ববর্ষে বেণ্ডল সাহেবের অভিনন্দনের অতিরিক্ত ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। ১৪ জনে ৯৫৷৷০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করেন; কিন্তু পূর্ব্ববর্ষের ৮৩৷৷০ ব্যতীত বাকী ১২৲ টাকা আলোচ্য বর্ষেও আদায় হয় নাই।

পুস্তকালয়ের এককালীন চাঁদা,—পরিষৎ-পুস্তকালয়ের উন্নতি কল্পে ৮ জন লোকে ৬৩৲ টাকা এককালীন দান করিতে স্বীকৃত হন। পূর্ব্ববর্ষে তন্মধ্যে ৫৯৲ টাকা আদায় হয়। আলোচ্যবর্ষে বাকী ৪৲ টাকা আদায় হয় নাই।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ,—আলোচ্যবর্ষে পরিষৎ অনেকের নিকট নানাবিধ প্রকারে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও সাহায্যে পরিষৎ আর এক বৎসর নির্বিঘ্নে স্বকার্য্যসাধন করিয়া উন্নতি-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষৎ বিনীত-ভাবে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। আলোচ্যবর্ষে পুরস্কার-দাতা শ্রীযুক্ত মন্মথচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ ও রাজা শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট পরিষৎ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কেবল পুরস্কার নহে, নব-প্রস্তাবিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী-প্রকাশের অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে প্রস্তুত হওয়ায় পরিষৎ তাঁহার নিকট আরও ঋণী। আলোচ্য বর্ষে যাঁহারা পরিষদে গ্রন্থ, পুঁথি, সাময়িক পত্র প্রভৃতি উপহার বা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষৎ অন্তরের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছেন এবং যাঁহারা পরিষদের পুস্তকালয়ে পরিষদের পাঠকবর্গের জন্য নানাবিধ সংবাদ-পত্র নিয়ম মত প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলেন। তাঁহাদের বদান্যতাতেই পরিষৎ-পুস্তকালয়ের এতটা উন্নতি হইয়াছে। পরিষৎ আশা করেন, বাঙ্গালা গ্রন্থকার, সম্পাদক ও পুস্তকাদি-প্রকাশকগণের এই অনুগ্রহ আগামী বর্ষেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যে সকল ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র পরিষদের কার্য্য-বিবরণী ও বিজ্ঞাপনাদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারাও পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া-

ছেন, বলিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ। তৎপরে পরিষদের অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ, শাখা-সমিতির সম্পাদকগণ ও সভ্যগণ এবং সাধারণ সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদা মাসিক সভায় উপস্থিত হইয়া পরিষদের কার্য্য-সম্পাদনে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এই স্থলে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। গত তিন বৎসর কাল তিনি বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ-দেহে যেরূপ অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার ন্যায় ধীর, স্থির, গম্ভীর ও শান্ত-প্রকৃতিক অথচ গভীর-বুদ্ধিশালী সভাপতি পাইয়া পরিষৎ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণ;— উপসংহার কালে একটী বিশেষ আনন্দকর সংবাদ শুনাইয়া এই কার্য্য-বিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে। বিষয়টি যদিও আলোচ্য বর্ষে ঘটে নাই, তথাপি কার্য্যবিবরণ-প্রকাশের পূর্ব্বেই ঘটায়, উহার ন্যায় প্রয়োজনীয় ও আনন্দকর সংবাদ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট কোন সময়ে পরিষদের নিজের বাটী-নির্ম্মাণের জন্য একটু জমী চাহিয়াছিলেন। সদয়-হৃদয়, বিদ্যোৎসাহী মহারাজও তাহাতে সম্মত হন। পরে গত গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কাশীমবাজারে গিয়াছিলেন। মহারাজও পরিষদের বাটী-নির্ম্মাণার্থ তাঁহার কলিকাতার জমী হইতে পরিষদের গৃহোপযোগী জমী দান করিয়াছেন। তৎপরে হীরেন্দ্রবাবুপ্রভৃতি নদীপুরের রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করায়, তাঁহারাও পরিষদের বাটী-নির্ম্মাণার্থ অর্থ-সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞভাবে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে এবং অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। চারুবাবু-প্রভৃতি যে পাঁচ-

অনের আন্তরিক যত্নে ও পরিশ্রমে এতদিন পরে পরিষদের নিজের একটী আশ্রয় স্থান হইবার সূত্রপাত হইল, তাঁহারাও পরিষদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। ইঁহাদের নিকট ও ভূমি-দাতা মহারাজ বাহাদুরের নিকট পরিষৎ চির-ঋণী রহিলেন।

উপসংহার ;—পরিষৎ যথাসাধ্য স্বীয় উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখিয়া আজ ছয় বৎসর কাল অল্প-বিস্তর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহার স্বতঃ পরতঃ চেষ্টায় আজকাল বাঙ্গালার প্রাচীন লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থোদ্ধারের প্রতি সাধারণের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন প্রায় সমস্ত মাসিক পত্রেই কিছু না কিছু প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্যের সংবাদ থাকে। পুরাতন কবির বিবরণ দিতে পারিলে, পড়িতে পাইলে, সাময়িক পত্রের লেখক ও পাঠক যেন মহাতৃপ্ত হন। পরিষদের প্রভাবে এখন মফঃস্বলেও অনেক স্থান হইতে পুরাতন গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য সভা-সমিতি হইয়াছে। অনেক মাতৃভাষানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি অনেকগুলি পুরাতন বাঙ্গালাগ্রন্থের উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন; বিশ্ব-বিদ্যালয়েও উচ্চ পরীক্ষায় বাঙ্গালা-ভাষায় রচনা-পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুরূহ পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র বাঙ্গালী কৃতবিদ্যগণকর্ত্তৃক কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ছাত্রগণের সমক্ষে বাঙ্গালাভাষায় আলোচিত হইতেছে। পরিষদের প্রতি মাসিক অধিবেশনে এখন অনেক সমবেত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য লইয়া দু'দণ্ড কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, ইহাও কম সুলক্ষণ নহে। ইহার উপর দেশের মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত রাজা-জমিদারগণও দিন দিন পরিষদের ধীর স্থির কার্য্য-প্রণালীতে প্রীত হইয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন, ইহাও পরিষদের কৃত-কারিতার একটা পরিচয় বটে। যাহা হউক, অবশেষে উপসংহার স্থলে এই সপ্তম বর্ষে নব অনুরাগে ও উৎসাহে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরিষৎ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন যে, এই শিশু সাহিত্যালোচনী সভার ইহার প্রবর্ত্তিত সদনুষ্ঠান-সমূহে যেন আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া, ইহার উদ্দেশ্য সফল করেন।

সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়,	কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমতিক্রমে
১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
৩০শে চৈত্র, ১৩০৬ সাল।	অবৈতনিক সম্পাদক।

"ক" পরিশিষ্ট।

সভ্যবর্গের নাম ও ঠিকানা।

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (বিশিষ্ট), ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

২। " রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (বিশিষ্ট), বান্ধব-কুটীর, ঢাকা।

৩। " চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, (বিশিষ্ট), ৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

৪। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, (বিশিষ্ট), পদ্মপুকুর রোড, খিদিরপুর।

৫। " নবীনচন্দ্র সেন, বি এ, (বিশিষ্ট), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা ত্রিপুরা।

৬। " রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, (বিশিষ্ট), অধ্যাপক, ইউনিভার-সিটি কলেজ, লণ্ডন।

৭। Sir George Biadwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), ইংলণ্ড।

৮। Jhon Beams. Esqr. (বিশিষ্ট), ইংলণ্ড।

৯। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৯নং চৌর রোড বালীগঞ্জ।

১০। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শোভাবাজার রাজবাটী, ১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১১। " কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, (দিঘাপতিয়া রাজবাটী) ৮৬নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

১২। " " হেমেন্দ্রকুমার রায়, (দিঘাপতিয়া রাজবাটী) ৮৬নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

১৩। " " মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, শ্যামাপুকুর রাজবাটী, ১ নং শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৪। " " দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, সিয়ারশোল রাজবাটি, রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান।

১৫। " " প্রমথনাথ মালিয়া, সিয়ারশোল রাজবাটী, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।

১৬। " " শরদিন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটী, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

১৭। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৮। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৯ নং বালীগঞ্জ ষ্টোর রোড, কলিকাতা।

১৯। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা

২০। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এ, তত্ত্বনিধি, জমিদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

২১। " রমানাথ ঘোষ, জমীদার, ৭৭ নং পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২২। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ; বি এল্, জমীদার, (টাকী ২৪ পরগণা), কুটিঘাটা, বরাহনগর।

২৩। " হেমচন্দ্র বসু মল্লিক, জমীদার, ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ডিঙ্গাভাঙ্গা, কলিকাতা।

২৪। " অমরকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দরজী-পাড়া, কলিকাতা।

২৫। " অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ, জমীদার (রাণাঘাট) ১৮ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।

২৬। " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জমীদার (চৌগাছা, খুলনা), ৮২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৭। " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমীদার, ১নং নিমকমহল রোড, খিদিরপুর।

২৮। " অচ্যুতচরণ চৌধুরী, তত্ত্বনিধি, জমীদার, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট।

২৯। " মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমীদার, সদা-পুষ্করিণী, পোঃ আঃ শ্যাম-পুর, জেলা রঙ্গপুর।

৩০। " নন্দলাল গোস্বামী, জমীদার, শ্রীরামপুর, হুগলী।

৩১। " নৃসিংহদেব চক্রবর্ত্তী, জমিদার, গুজাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মন-সিংহ।

৩২। " রমণীমোহন মল্লিক, জমীদার, মেহেরপুর, নদীয়া।

৩৩। " নৃত্যগোপাল দত্ত, জমীদার, মজিলপুর, জয়নগর।

৩৪। " প্রিয়নাথ মিত্র, জমীদার, ঐ ঐ।

৩৫। " বিনোদবিহারী বসু, বি এ, জমীদার ৬২।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৬। " বিপিনবিহারী বসু, বি এ, জমীদার, ৬২।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট,

৩৭। " নরনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, হোলিহোম, ২৯নং বেনিয়াপুকুর রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা।

৩৮। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, জমীদার (চৌপাহাড়ী), ৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৯। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; ডি এল্, ১৯নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৪০। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩নং আলবার্ট রোড, খিদিরপুর।

৪১। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ; ডি এল্; এফ্, আর্, এস্, ই, ৭৭ নং রসা রোড, ভবানীপুর।

৪২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ১২।১।৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪৩। রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, কলিকাতা।

৪৪। রায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর, এম বি; এফ, সি, এস, ২৪ নং মহেন্দ্রনাথ বসুর লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

৪৫। শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম্ এ; সি, এস্, ম্যাজিষ্ট্রেট (নদীয়া), ৬৩নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

৪৬। " বরদাচরণ মিত্র এম্ এ; সি, এস্, জজ, রঙ্গপুর।

৪৭। এ, চৌধুরী, স্কোয়ার, এম এ, ব্যারিষ্টার, ১৬নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

৪৮। এম, সি, মল্লিক স্কোয়ার, ১১নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪৯। পি, এন, মিত্র ক্ষোয়ার, ব্যারিষ্টার, ২০৯ নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

৫০। সি, আর, দাস স্কোয়ার, ব্যারিষ্টার, ১১নং বেদিয়াপাড়া রোড, ভবানীপুর।

৫১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ; বি এল্, এটর্ণী, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।

৫২। " সারদাচরণ মিত্র এম্ এ;বি এল্, উকীল, ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, হাতি-বাগান, কলিকাতা।

৫৩। " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; বি এল্, উকীল, ও অধ্যাপক রিপণ কলেজ, ১৯ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৫৪। " যোগীন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ; বি এল্, এটর্ণী, ১৭১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, কলিকাতা।

৫৫। " ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম্ এ; বি এল্, উকীল, ৭নং রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

৫৬। " প্রমথনাথ দত্ত এম্ এ; বি এল্, ৭১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫৭। " নলিনীনাথ সেন এম এ; বি এল, উকীল, ৫৭ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫৮। " ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, গয়া।

৫৯। " অক্ষয়কুমার ঠাকুর, এম্ এ; এটর্ণী, ২৯নং দর্ম্মাহাটা, পোস্তা, কলিকাতা।

৬০। " রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এটর্ণী, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

৬১। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্, উকীল, ১৭।৪ কেথিড্রাল মিশন লেন, কলিকাতা।

৬২। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল, উকীল, ২নং শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

৬৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, জমীদার, এর্টণী ১১৩ গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।

৬৪। " তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৬৫। " অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্ এ; বি এল্, উকীল আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

৬৬। " পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্ এ; বি, এল্, উকীল, বাঁকীপুর, পাটনা।

৬৭। " মথুরানাথ সিংহ, এম্ এ; বি এল্, উকীল বাঁকীপুর, পাটনা।

৬৮। " নিখিলনাথ রায় বি এল্, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।

৬৯। " মন্মথনাথ দে, বি, এল্, উকিল, বাঁকীপুর।

৭০। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ; বি এল্, উকীল, বাঁকুড়া।

৭১। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ; বি এল, উকীল, দিনাজপুর।

৭২। " কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী, বি এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

৭৩। " কালীপদ বসু, বি এল্, উকীল, মীরাট।

৭৪। " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, অধ্যাপক জিঃ, এঃ, ইন্‌ষ্টিঃ ২৬নং হরলাল মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

৭৫। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ, অধ্যাপক রিপণ কলেজ, ৬নং উইলিয়ম্‌স্ লেন, জেলেপাড়া, বহুবাজার কলিকাতা।

৭৬। " রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি এল্, উকীল, গৰ্দ্দপুর, মালদহ।

৭৭। " বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৩৯নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৮। " জি, সি, বসু, স্কোয়ার, এম্ এ; এফ্, আর্, এ, এস্; বঙ্গবাসী কলেজের, অধ্যক্ষ, ১৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৯। " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, সেণ্ট্রাল কলেজ, ১৯নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কাঁসারিপাড়া, কলিকাতা।

৮০। " অনাথনাথ পালিত এম্ এ, অধ্যাপক, সেণ্ট্রাল কলেজ, ৩নং ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

৮১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ, ২৬নং স্কটস্ লেন, জেলেপাড়া, বহুবাজার, কলিকাতা।

৮২। „ কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম্ এ, অধ্যাপক, হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজ, কাশী।

৮৩। „ কালীপদ বসু, এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

৮৪। „ ব্রজেন্দ্রলাল শীল, এম্ এ অধ্যক্ষ ভেক্টিরিয়া কলেজ, কুচবিহার।

৮৫। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম্ এ, অধ্যাপক, কটক কলেজ, কটক।

৮৬। „ কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, এম্, এ, অধ্যাপক, হুগলী ট্রেনিং স্কুল, হালিসহর।

৮৭। „ তাড়িৎকান্তি বক্সী, এম্, এ, অধ্যাপক, জব্বলপুর কলেজ, জব্বলপুর।

৮৮। „ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন, সিমলা, কলিকাতা।

৮৯। „ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, ৬৭।৯ বলরামদের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯০। „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্,এ,১১নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাপাতলা, কলিকাতা।

৯১। „ ফণীভূষণ বসু, এম্ এ, এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্‌টার, অফ স্কুল, বর্দ্ধমানবিভাগ, হুগলী।

৯২। „ মন্মথমোহন বসু, এম্ এ, ৪নং গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

৯৩। „ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ,অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ।

৯৪। „ যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, কবিরাজ, ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।

৯৫। „ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, নাটমন্দির, হরিতকী-বাগান লেন।

৯৬। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ, ৮২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯৭। „ প্রিয়নাথ ঘোষ, এম্ এ, কুচবিহার রাজবাটী।

৯৮। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীহট্ট।

৯৯। „ অমরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, অধ্যাপক, জি, এ, ইন্‌ষ্টিটিউশান, রাধামাধব সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া কলিকাতা।

১০০। „ গৌরীশঙ্কর দে, এম এ, অধ্যাপক জি এ, ইন্‌ষ্টিটিউশন; নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১০১। „ সুন্দরীমোহন দাস, এম্ বি, ডাক্তার, ১৯।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

১০২। „ সরসীলাল সরকার, এল এম এস, ডাক্তার ১২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৩। „ চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম্ এস্, ডাক্তার, ১৫০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।

১০৪। „ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, কবিরাজ, ৫নং কুমারটুলি, কলিকাতা।

১০৫। „ শশিভূষণ মিত্র এম্ বি, ডাক্তার, ৩৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৬। „ উপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ, ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৭। „ উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম বি, ডাক্তার, ১১০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কাঁসরীপাড়া কলিকাতা।

১০৮। „ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম বি, ডাক্তার, দিঘাপাতিয়া রাজসাহী।

১০৯। „ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিরাজ, ২০২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা।

১১০। „ বঙ্কুবিহারী সিংহ, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

১১১। „ নিত্যগোপাল সরকার, বি এল, মুন্সেফ, মাগুরা, যশোহর।

১১২। „ দেবেন্দ্রনাথ পাল, বি এল, মুন্সেফ মুরশিদাবাদ।

১১৩। „ অক্ষয়কুমার সেন, ডেপুটি কলেক্টর, ঢাকা।

১১৪। „ মোহিনীমোহন দত্ত, বি এল, মুন্সেফ, পাবনা।

১১৫। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, জামালপুর ময়মনসিংহ।

১১৬। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যা।

১১৭। „ হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, বি এল্‌, সবজজ, হুগলী।

১১৮। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার, ১০৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১১৯। „ চারুচন্দ্র ঘোষ, ৭নং নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।

১২০। „ পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ২৮।১৬নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।

১২১। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮নং রামমোহন সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া, কলিকাতা।

১২২। „ হরিচরণ বসু, ৭১নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২৩। „ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক, ১১নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

১২৪। „ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ২২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২৫। „ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্টর, হজুরীমলস্‌ লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

১২৬। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১নং শ্রীনাথ দাসের ব্যারাক, বহু-বাজার কলিকাতা।

১২৭। „ শরচ্চন্দ্র সরকার ৭।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

১২৮। „ শারদানাথ (?) বিদ্যাবিনোদ বি এ, কলিকাতা, কাষ্টম হাউস এক্‌-সাইজ ডিপার্টমেণ্ট।

১২৯। „ মন্মথনাথ মুস্তফী বিএ, ৪৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩০। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১। „ পরেশচন্দ্র ঘোষ, ৭৬নং আপার সার্কুলার রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

১৩২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা, ১৪নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

১৩৩। „ বরদাকান্ত ঘোষ, ৩২নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৩৪। „ প্রমথনাথ মিত্র, ৫নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

১৩৫। „ বাণীনাথ নন্দী, ১৭নং শিবুদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৬। „ পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ১১নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

১৩৭। „ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যক্ষ, কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়, ১৭নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

১৩৮। „ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১৮নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৩৯। „ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৯নং মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৪০। „ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৮।১ কাশী ঘোষের লেন, সিমলা, কলিঃ।

১৪১। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৭, বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।

১৪২। „ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ২৫।৯ মটস্ লেন, তালতলা, কলিকাতা।

১৪৩। „ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ, ২৫।৯ মটস্ লেন, তালতলা।

১৪৪। „ শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫২।২ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৪৫। „ রাধানাথ মিত্র, ১নং বেচারাম চাট্টোপাধ্যায়ের লেন, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১৪৬। „ চুনিলাল সেন, ৬নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

১৪৭। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্, এন্, পি, এস্ (লণ্ডন), ১২০।২ মসজীদ বাড়ী ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১৪৮। „ ভূতনাথ মিত্র, ১২৯ আহিরীটোলা ষ্টট, কলিকাতা।

১৪৯। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল, বিএ, ২৯নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৫০। " মৃণালকান্তি ঘোষ, ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৫১। " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১১নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।

১৫২। " কানাইলাল ঘোষাল, ১৪নং যুগলকিশোর দাসের লেন, শুঁড়ীপাড়া, কলিকাতা।

১৫৩। " কাশীদাস নাথ, ১০নং রামকৃষ্ণ বাগচীর লেন, রামবাগান, কলিকাতা।

১৫৪। " বলাইচাঁদ গোস্বামী, ৬৮নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

১৫৫। " রামগোপাল সেন গুপ্ত, ২৩নং হরচোলের লেন, আহীরীটোলা, কলিকাতা।

১৫৬। " শ্যামলাল বসু, ৮২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৫৭। " গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

১৫৮। " শিবনাথ বসু, ৭৯।২নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

১৫৯। " গিরীশচন্দ্র রায়, ৮নং যোগলকুড়িয়া লেন, কলিকাতা।

১৬০। " বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

১৬১। " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৭নং শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।

১৬২। " ললিতমোহন মল্লিক, দে মল্লিক এণ্ড কোং, ২০নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬৩। " মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২৮।৩ অখিল মিস্ত্রীর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।

১৬৪। " রমেশচন্দ্র বসু, ৭নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

১৬৫। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫নং হালদারপাড়া লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।

১৬৬। „ বসন্তকুমার বসু, ২৩ তালপুকুর রোড, যুঁড়া।

১৬৭। „ রুড়মল্ল গোয়েনকা, ৫৭নং বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১৬৮। „ অশ্বিনীকুমার ঘোষ, ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬৯। „ রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, ১৭৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

১৭০। „ রামদয়াল দে বি এ, ২নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

১৭১। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

১৭২। „ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১নং রামকান্ত বসুর ফার্ষ্ট লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৭৩। „ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০।১ তালতলা লেন, কলিকাতা।

১৭৪। „ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ৩১ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৭৫। „ নগেন্দ্রকুমার বসু, ২৭ চুণাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৭৬। „ মৌলবী আবদুল করিম, বি এ, ১৩।১ ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৭৭। „ অক্ষয়কুমার বড়াল, ১০নং যুগলকিশোর দাসের লেন, শুঁড়ী-পাড়া, কলিকাতা।

১৭৮। „ অনুকূলচন্দ্র শেঠ, ৬৮ ময়রাহাটা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১৭৯। „ যতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।

১৮০। „ বিজয়লাল দত্ত, ২৩৩ চক্রবেড় রোড, ভবানীপুর।

১৮১। „ প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ৭নং রামমোহন সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া, কলিকাতা।

১৮২। „ আনন্দনাথ রায়, ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।

১৮৩। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

১৮৪। „ শশিভূষণ দে বি এ, ৬১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৮৫। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

১৮৬। „ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, ১৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

১৮৭। „ সত্যচরণ শাস্ত্রী, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আঃ এঁড়েদহ।

১৮৮। „ ললিতমোহন ঘোষাল, কাশীপুর, চিৎপুর।

১৮৯। „ মদনমোহন দত্ত, ৪৮ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৯০। „ পরেশনাথ বসু, ৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

১৯১। „ সুরেশচন্দ্র দত্ত, বি এ, ২৩।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

১৯২। „ রমণীমোহন ঘোষ বি এ, পোঃ আঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রঙ্গপুর।

১৯৩। „ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হাতীবাগান, কলিকাতা।

১৯৪। „ বিজয়েন্দ্রনাথ দত্ত, „ „ „

১৯৫। „ কেদারনাথ মিত্র, ১৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১৯৬। „ নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

১৯৭। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত, „ „ „

১৯৮। „ অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৯৯। শ্রীযুক্ত ছন্নুলাল রায়, ১৪ নং শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান কলিকাতা।
২০০। „ ক্ষীরোদবিহারী পাল, ৩৪৪ নং আপার চিতপুর রোড, গরাণ-হাটা, কলিকাতা।
২০১। „ শরচ্চন্দ্র মল্লীক, ৩৫০ নং আপার চিতপুর রোড, গরাণহাটা, কলিকাতা।
২০২। „ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার, কম্বনী কোল কোং, পোষ্ট কাট্রাস।
২০৩। „ বসন্তরঞ্জন রায়, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।
২০৪। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ঢাকা।
২০৫। „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, গুজাদিয়া কাছারী, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
২০৬। „ নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রধান পণ্ডিত, দীনহাটা বাঙ্গালা বিদ্যালয়, কুচবিহার।
২০৭। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খাসবাটী, হালিসহর।
২০৮। „ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩০১নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।
২০৯। „ শিবরতন মিত্র, কালেক্টরী ভোজী আফিস সিউড়ী, বীরভূম।
২১০। „ চন্দ্রমোহন সেন, বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম।
২১১। হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, প্রধান পণ্ডিত, গোয়ালন্দ হাইস্কুল, রাজবাড়ী, ই, বি, এস, আর।
২১২। „ খগেন্দ্রনাথ মুস্তফী, বড়ালপাড়া, হুগলী।
২১৩। „ পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া, হুগলী।
২১৪। „ যাদবানন্দ গুপ্ত, মঠ, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
২১৫। „ সুখরঞ্জন বসু, প্রধান শিক্ষক, ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল, ভাগ্রা, ময়মনসিংহ।
২১৬। „ বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি এ, প্রধান শিক্ষক, নবদ্বীপ।
২১৭। „ প্রভাসচন্দ্র দে, রেলপার, আসানসোল।

২১৮। শ্রীযুক্ত বনমালী সিংহ, গার্জেন রাজ-এষ্টেট, কটক।
২১৯। " এস্, কে, এম, মহম্মদ, রওশন আলী, কোহিনূর সম্পাদক, পাংশা, ফরীদপুর।
২২০। " রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টার, মতিহারী।
২২১। " নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুঠিঘাট, বরাহনগর।
২২২। " অনঙ্গমোহন বসু, নায়েব, গড়হাট কাছারী, জয়নগর।
২২৩। " জয়দয়াল সিংহ, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরালের আপীস, দানাপুর।
২২৪। " অমরনাথ দত্ত, বি এ, কেদারপুর, পোঃ বাজিতপুর।
২২৫। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিরাট, বলাগড়।
২২৬। " বিষ্ণুচরণ বসু, গড়ুপ, আমতা।
২২৭। " শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৩।৪ আরমাণিটোলা, ঢাকা।
২২৮। " বসন্তকুমার বসু, ২৪ রামবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২২৯। " শশিভূষণ সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তী, বেলঘরিয়া; পোঃ পাটুল, নাটোর।
২৩০। " নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রভাত সম্পাদক, ৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩১। " প্রসাদ দাস গুঁই, ১৩।১নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৩২। " হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। } ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
২৩৩। " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। } যোড়াসাঁকো কলিকাতা।
২৩৪। " সতীশচন্দ্র ঘোষ, ১নং নিমকমহল রোড্, গার্ডেনরীচ্।
২৩৫। " ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায়, হলওয়েলস্ লেন কলিকাতা।
২৩৬। " কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল, এটর্ণী, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩৭। " ভুবনমোহন বসু, ৭৭।৫ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান কলিকাতা।
২৩৭। " নগেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ, কবিতর সম্পাদক। খুলনা।

২২৮। শ্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেন, জমিদার বহরমপুর, খাগড়া পোষ্ট, মুরশিদাবাদ।
২২৯। „ রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কাঁটালপাড়া, নৈহাটী।
২৩০। „ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।
২৩১। „ মণিমোহন সেন, জমিদার বহরমপুর, খাগড়া পোষ্ট, মুরশিদাবাদ।
২৩২। „ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নেপাল রাজকুমারের শিক্ষক। কাট্মাণ্ডো, নেপাল।
২৩৩। „ প্রসন্নকুমার রায়, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
২৩৪। „ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার সাহেব, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ঢেঁকানল, পোষ্ট কটক।
২৩৫। „ রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, পোষ্ট খাগড়া, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ
২৩৬। „ দুর্গাদাস রায় চৌধুরী জমিদার বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
২৩৭। „ শরচ্চন্দ্র মজুমদার এম্, এ,৫০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৩৮। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জমিদার ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৩৯। „ রায় নীরদ কৃষ্ণ দত্ত, ৩২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৪০। „ রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮।১ নং কাঁটাপুকুর লেন বাগবাজার, কলিকাতা।
২৪১। „ ব্রজলাল মিত্র ১৮১।১ আপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।
২৪২। „ অন্নদাচরণ সেন, বি,এ, ৮২, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,কলিকাতা।
২৪৩। „ নগেন্দ্রনাথ নাথ মিত্র, উকীল,হাইকোর্ট,১৩নং সিমলা ষ্ট্রীট্ ঐ।
২৪৪। „ চারুচন্দ্র জ্যোতিষী, অশোক কুটীর, ৫নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৪৫। „ যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ১১৪।১১৫ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৬। „ অমূল্যচন্দ্র গোস্বামী, ৩১নং এলগিন রোড, ভবানীপুর।
২৪৭। „ রায় প্রমথনাথ চৌধুরী, জমীদার,৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৮। „ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৯নং ষ্টোর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

২৪৯। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ১০নং বালিগঞ্জ, সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
২৫০। " ক্ষিরোদচন্দ্র বসু, ৩৫নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার কলিকাতা।
২৫১। " সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ১।২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫২। " জীবনকৃষ্ণ ভড়, ৪৬নং নাগিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫৩। " সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯।১নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫৪। " মন্মথনাথ ঘোষ, ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫৫। " দীননাথ কবিরত্ন, ৬।১৩নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।
২৫৬। " জগদীশচন্দ্র বসু, ৪৬নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কালিঘাট।
২৫৭। " রামচন্দ্র মিত্র, ২৩নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫৮। " নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৭নং ব্রাহ্মসমাজ লেন, শাঁখারীটোলা।
২৫৯। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল, এটর্ণী, ৩৪নং তেলিপাড়া লেন,
২৬০। " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২২৩নং অপার সার্কুলার রোড, শ্যামবাজার কলিকাতা।
২৬১। " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ৮২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬২। " নলিনীভূষণ গুহ, কেশিয়ার, লেসলী কোং, চৌরঙ্গীরোড, কলিকাতা।
২৬৩। " অঘোরনাথ শাস্ত্রী কবিরাজ, ১২১নং অপার চিৎপুর রোড, বটতলা, কলিকাতা।
২৬৪। " প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি কবিরাজ, ১৫০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬৫। " ইন্দুভূষণ মজুমদার, বি এল, উকীল হাইকোর্ট, ৪২নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬৬। " সুরেন্দ্রকুমার রায় বি এ, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৬৭। শ্রীযুক্ত আনন্দময় মিত্র, ৩২নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৬৮। „ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, ২১৭নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।
২৬৯। „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭০। „ ক্ষিতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ২১৭নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭১। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (খ) ১০৭নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭২। „ নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২নং শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।
২৭৩। „ গুণেন্দ্রনাথ রায়, ৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭৪। „ লাড়লীমোহন ঘোষ, ১নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৭৫। „ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাশীপুর।
২৭৬। „ বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপুর।
২৭৭। „ কুমার সত্যবাদী ঘোষাল, কাশীপুর।

২৭৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি ন্যায়লঙ্কার এম, এ, ২২নং নিয়োগী-পুকুর ওয়েষ্ট লেন, তালতলা, কলিকাতা।
২৭৯। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার, ডাক্তার, ৫৩নং শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
২৮০। „ অতুলকৃষ্ণ দত্ত, এম, ডি, ডাক্তার, ৮৩নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
২৮১। „ অমৃতলাল দে, বি, এল, উকীল, ৪০নং দর্জীপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৮২। „ নবীনচন্দ্র দাস এমএ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।
২৮৩। „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এমএ, „ „ ফরিদপুর।
২৮৪। „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, সি, এস, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্টকমিসনার, হোসেঙ্গাবাদ সি, পি।
২৮৫। „ নন্দলাল বাগচী, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তমলুক।
২৮৬। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল; উকীল শ্যামলদহ।
২৮৭। „ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম এ; ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।

২৮৮। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪নং কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, পঞ্চাননতলা, হাবড়া।
২৮৯। „ গোপালচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস., ব্যাটরা, হাবড়া।
২৯০। „ রাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেটি, সি, আই, ই, হরকুমার ভবন, পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী, কলিকাতা।
২৯১। „ যশোদানন্দন প্রামাণিক এম, এ, বি এল., উকীল, হাইকোর্ট, ৩৮নং মধুরায়ের লেন, কলিকাতা।
২৯২। „ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ভাগলপুর।
২৯৩। „ হেমচন্দ্র সরকার, এম এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।
২৯৪। „ কালিদাস মল্লিক, এম এ, অধ্যাপক, বর্দ্ধমান কলেজ।
২৯৫। „ সুরেশচন্দ্র সেন, ডেপুটীকালেক্টর, বালেশ্বর।
২৯৬। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম এ, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হুগলী কলেজ।
২৯৭। „ বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী, ভক্তর গ্রাম পোঃ রুষদী, ঢাকা।
২৯৮। „ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।
২৯৯। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি এল, উকীল ভাগলপুর, পাথুরা।
৩০০। „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ১৯নং গদাধরবাবুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
৩০১। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালী
৩০২। „ মধুসূদন রাও, হেডমাষ্টার ট্রেনিংস্কুল, কটক,।
৩০৩। „ রমেশ চন্দ্র দাস ডেপুটি কলেক্টর, বীরভূম।
৩০৪। „ কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত, ডেপুটি কালেক্টর, ময়মনসিংহ।
৩০৫। „ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, বি এল, মুন্সেফ, লক্ষীপুর নোয়াখালী
৩০৬। „ গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর।
৩০৭। „ শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটীকালেক্টর, দিনাজপুর।
৩০৮। „ শরচ্চন্দ্ররায়, বিএল, উকীল, রাজসাহী।
৩০৯। „ ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এমএ, সি, এস্; বিএল, কলেক্টর, বাঁকুড়া।
৩১০। „ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া।
৩১১। „ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী কলেক্টার, কানপুর।

৩১২। শ্রীযুক্ত মদনরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকুড়া।
৩১৩। " কুমার রাধেশ্বর মালিয়া জমীদার, শিয়ারশোল রাজবাটী।
৩১৪। " রায় রোহিণীকুমার চৌধুরী, জমীদার, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
৩১৫। " রাজবিহারী দাস, কোনসিংহ, ফরীদপুর।
৩১৬। " কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক, বিদ্যারঞ্জন, গুণাইগাছা, পাবনা।
৩১৭। " যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, কাবারহাটী, এঁড়েদহ।
৩১৮। " রাধানাথ রায়, স্কুল ইন্সপেক্টার, বর্দ্ধমান।
৩১৯। " সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১।১ শ্রীদামমুদীর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।
৩২০। " অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচড়া হুগলী।
৩২১। " রাজীবলোচন দাস, মহাজন, মৈনা, কানইবাজার, শ্রীহট্ট।
৩২২। " সুরেন্দ্রনাথ গুহ, বি এল, মুন্সেফ, সাতক্ষীরা।
৩২৩। " ধনকৃষ্ণ সেন, ৫৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩২৪। " মন্মথনাথ দে, বি এল, উকীল, বাঁকীপুর।
৩২৫। " সতীশচন্দ্র রায়, এম এ, ১৭নং মদনমিত্রের লেন, সিমলা।
৩২৬। " জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিএ, ১৭ মদনমিত্রের লেন, সিমলা।
৩২৭। " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩২৮। " রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া।
৩২৯। " যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।
৩৩০। " কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম, এ, সেন্ট্র্যাল হিন্দুকলেজ, কাশী।
৩৩১। " মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী সম্পাদক, ৬৩নং নিয়োগীপুকুর ইষ্টলেন, তালতলা, কলিকাতা
৩৩২। " রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই বাহাদুর, ৮৬।২নং জানবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৩৩। " দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ১১নং বাবুরাম শীলের লেন বহুবাজার।
৩৩৪। " মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।
৩৩৫। " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০নং চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা

৩৩৬। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম এ, ভাগলপুর।
৩৩৭। „ অমৃতলাল রায়, হোপ সম্পাদক, ২১নং জেলিয়াটোলা লেন।
৩৩৮। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৩৯। „ শ্যামাধব রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আলীপুর।
৩৪০। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী, ১১নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা।
৩৪১। „ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কবিরাজ, ৭নং কাসারী পাড়া।
৩৪২। „ কুঞ্জলাল রায়, ২।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৪৩। „ অশ্বিনীকুমার দাস, বি এ, ২৪নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
৩৪৪। „ হেমেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, ৩৬নং বাঞ্ছারাম অক্রূরের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
৩৪৫। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দৈনিক সমাচার সম্পাদক, ৫নং রামহরি ঘোষের লেন, কলিকাতা।
৩৪৬। „ নরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক, ২৪নং মট্ স্‌লেন।
৩৪৭। „ শ্যামাচরণ মিত্র ৭৩।১২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিঃ।
৩৪৮। „ কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ ১০নং বাহির মির্জ্জাপুর রোড, কলিকাতা।
৩৪৯। „ কুমার বসন্তকুমার রায় বাহাদুর, ৭৪নং লোয়ারসাকুলার রোড।
৩৫০। „ অবিনাশচন্দ্র বসু, এম, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্দ্ধমান।
৩৫১। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস, জজ, যশোহর।
৩৫২। „ বিহারীলাল গুপ্ত সি এস, লিগাল রিমেমব্রান্সার, হাইকোর্ট।
৩৫৩। „ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিভিলসার্জ্জন, বাকুড়া।
৩৫৪। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আড়ংলিয়া, রাণাঘাট।
৩৫৫। „ তারকনাথ বিশ্বাস, সাবরেজিষ্ট্রার, জাহানাবাদ, হুগলী।
৩৫৬। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ১২নং রামধন মিত্রের লেন।
৩৫৭। „ নারায়ণচন্দ্র সেন, বি, এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কান্দী।
৩৫৮। „ পূর্ণচন্দ্র সরকার, বি এল, মুন্সেফ, চট্টগ্রাম।
৩৫৯। „ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৭৯।১ হারিসন রোড।
৩৬০। „ বেণীমাধব কাব্যতীর্থ, তারকেশ্বর মোহান্তের চতুষ্পাঠী তারকেশ্বর, হুগলী।
৩৬১। „ গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, গরীবপুর, যশোহর।

("খ" পরিশিষ্ট।)

FROM

Raya Yatindra Nath Chowdhury M.A., B.L.,

Secretary, Bangiya Sahitya Parishad.

To

The Secretary to the Government of Bengal,

General Department, Education.

SIR,

1. On behalf of the BANGIYA ŚAHITYA PARISHAD, I beg leave to submit this representation, for the consideration of His Honor the Lieutenant-Governor of Bengal.

2. The Bangiya Sahitya Parishad is a literary association, established on the 23rd July, 1893, chiefly for the improvement of the Bengali Language and Literature, and it includes amongst its members many of the best writers in Bengali and other leading members of the native community of Bengal.

3. At a meeting of the Parishad held on the 16th July 1899, a Sub-Committee, consisting of the members named in the margin, was appointed in view of the Resolution of the Government of Bengal, General Department, Education, dated Darjeeling, the 1st July 1899, and No, 1921 (by which the Government was pleased to invite any one, who might desire to do so, to submit to Government on or before the 1st of October, 1899, any criticisms, he had to make on the proposals before Government, for the reform of the system of Vernacular Education in Bengal) to consider and report on the Scheme of Education,

Babu Dwijendra Nath Tagore, Hon'ble Justice Guru Das Banerjee M. A., D. L., A. M. Bose Esq. Babus Sarada Charan Mitra, M.A. B.L., Sarada Ranjan Ray M.A. Umes Chandra Dutt B.A. Hon'ble Dr. Ashutosh Mukerjee M.A., D.L., Babus Amrita Lal Bose, Hirendra Nath Dutt, M.A., B.L., Sivaprasanna Bhattacharyya B. L. Nagendranath Bose, Mati Lal Ghosh, Panchkari Banerjee, B. A., Byomkesh Mustaphi and Raya Yatindra Nath Chowdhury M.A., B.L.

formulated by the Committee of Experts, presided over by the Director of Public Instruction, Bengal. The Sub-Committee held several meetings and drew up a Memorial which, after circulation among the members, was adopted by the Parishad at a special meeting held on the 28th September, 1899, and is now submitted to you.

4. The Parishad feels deeply grateful to the Government for having taken action for the purpose of reforming the present system of Vernacular Education, which stood in urgent need of reform and it is a matter of great congratulation to the Parishad that the Scheme, formulated by the Committee appointed by the Government, is, to some extent, based on the lines indicated by the Parishad in its memorial to the Director of Public Instruction, dated the 16th December, 1896. At the same time the Parishad begs leave to observe that, having regard to the importance of the work entrusted to it, it would have been more desirable, if the Government had made the Committee more representative in its character and instructed it to call for the opinion of the educated public of Bengal, especially of those, who are interested in the subject of Vernacular Education.

5. While generally agreeing with the principles laid down by the Committee, the Parishad ventures to differ from the Committee in matters of detail and begs to offer certain criticisms in respect thereof.

6. In framing its Scheme, the Committee seems to have kept mainly in view the agricultural population of those provinces and does not seem to have paid sufficient attention to the needs of the pupils, belonging to the higher castes, who avail to a large extent of the system of Vernacular Education. The fact is that in Town Schools as well as in Schools in the remotest Villages, pupils, belonging to the higher castes are sent in large numbers to the Lower Primary and the Upper Primary Schools and in still larger numbers to the Middle Schools. The major portion of the school-going population is made up of higher caste pupils, who are not agriculturists at

all and who belong to what *is* called the "*Bhadralok*" class. The system of Vernacular Education, therefore, should be such that it may prove suitable to the pupils belonging to the higher castes, (who for the most part make use of the Primary and Middle Schools as stepping-stones to pass on to the High English Schools, recognised by the Senate of the University of Calcutta) as well as to the pupils belonging to the agricultural population, whose Education does not proceed further than the Upper Primary stage and except in very few cases, beyond the Middle Vernacular stage. The Parishad ventures to think that the Scheme, formulated by the Committee, seems to have been framed on the assumption that the pupils, who avail themselves of Vernacular Education, do not intend to prosecute their studies further than the Middle Vernacular standard.

7. The Parishad thinks that, in order that the system of Vernacular Education may yield the largest benefit to all classes of the community, it is necessary that it should be such that it may assimilate itself with the system of education in vogue in High English Schools. This may be done in either of two ways or perhaps better, by a combination of both : viz, by introducing the teaching of English as a second language in higher classes of all Middle Verneculer Schools or by assimilating the standards for the different classes in High English Schools, below the third, with those of the different classes, of Middle Vernacular Schools, English being taught in the former, as in the case of Middle English Schools, as a second language. In this connection I venture to quote from the report of the Officiating Director of Public Instruction, Appendix A. pp. 143 and 144, for 1871-72, an extract from an opinion recorded by the late Babu Bhudev Muherjee, C. I. E, a High Educational Officer under Government, of vast experience : "I have always thought that it would be an improvement in the schools, if the medium of instruction in such subjects as Geography, History, Mathematics &c., were the Vernacular and not English. In these, as in the Middle-Class English Schools, English should be taught as a language only."

8. The Parishad begs to draw attention to the fact that, one by one the avenues of employment, open to Middle Vernacular Scholars, have been closed,—a step which has proved detrimental to the cause of Vernacular Education. Such Scholars cannot now join the Medical Schools, nor can they go up for the Muktearship Examination. It is, therefore, of the utmost impartance, that facilities should be provided for them, to pass on to the High English Schools and follow up their Vernacular Education imparted in English Schools, recognised by the Senate of the Calcutta University. These facilities, in the opinion of the Parishad, may best be provided, by giving effect to the suggestion, contained in the next preceeding paragraph.

9. The Parishad fails to see, why the improved system of education, formulated in the Committee'e report, the introduction of which is designed more to develop the minds of the boys than to practise and strengthen their memories and which is expected to lead to a harmonious and complete development of the whole of the pupils' faculties and to their general enlightenment and intellectnal expansion, should be confined within the narraw limits of Vernacular Schools and why that system should not be introduced into High English Schools, from which candidates for University Honours are recruited in large numbers. The Parishad can well understand that the Committee, which was appointed to submit proposals for remodelling the existing system of Vernacular Education in Bengal, did not fell itself probably called upon to offer any criticism of the system of education in vogue in High English Schools or submit any proposal for the impovement thereof, but now that Government has accepted the principles, enunciated by the Committee, as sound and practicable ones and calculated to lead to the harmoniqus and complete development of the student's mind, the Parishad ventures to submit, for the careful consideration of the Government, the claims of the school-going population, receiving their education in High English Schools, who for the most part belong to the higher classes.

10. The Parishad further begs to observe that, having regard to the opposition that the proposed Scheme has evoked in the country, inevitable result of giving effect to the Scheme only in respect of Vernacular Education, without at the same time extending its operation to the High English Schools will be, that the system will be evaded by converting Middle Vernacular Schools into Middle English Schools or (in case the system should be enforced in the last named schools also,—a point, which is not clear from the report of the Committee) into High English Schools, and the effect of this will be that the scope and extent of Vernacular Education will be considerably narrowed.

11. The Parishad ventures to think, that in the proposed scheme the importance of Literature as distinguished from Science has been ignored. The Parishad is aware that there is room for considerable difference of opinion, as to the respective merits of a Scientific as opposed to a Literary education. The Parishad, however, begs leave to observe that, inasmuch as the human mind is not made up of intellect alone but that emotion has an important part therein and inasmuch as the study of Literature is more calculated to develop, purify and strengthen the latter than a system of mere Scientific education, the proposed Scheme, in so far as it underrates the importance of Literature as a subject of study, is open to adverse criticism.

12. With the view of supplementing the general observations hereinbefore made, I now proceed to a detailed criticism of the proposed Scheme.

13. *(a) For the Middle Vernacular Examination, it is proposed to prescribe a Literature book, for the 5th and 6th standards of Middle Vernacular Schools, of 150 pages inclusive of 50 pages of poetry which is to include Grammar and Composition.* The Parishad ventures to think that, having regard to the importance to students of the teaching of Grammar, not only as a means of mental discipline, but as a valuable aid to the writing and speaking of the language correctly, a separate Text-book in Grammar should be prescribed, consisting of

about 50 pages and containing the simpler rules on "Sandhi," "Karak," "Samas," "Taddhita," "Kridanta," &c.

(*b*) That History and Geography, instead of being taught by a single Reader written on the model of Sir W. Lee-Warner's "Citizen of India," should be taught by separate Text-books, as in the system of Vernacular Education prevalent in the Central Provinces which has met with the Committee's approval. In the opinion of the Parishad, the Historical Text-book should contain a connected account of the History of India and the Geographical Text-book should give the students a general knowledge of the four quarters of the Globe and a special knowledge of India.

(*c*) The Parishad is further of opinion, that regard being had to the fact, that students reading in the Middle Vernacular Schools (the 5th and 6th standards) mostly belong to the upper classes, manual training, viz., bamboo-work and wood-work, which are occupations appropriated to some of the lower castes, should be omitted altogether and its place taken by drawing, which forms a part of the curriculum of the Middle Vernacular course, as being fitted to develop the power of the hands and the eye. In this connection, Government will be pleased to consider, whether, in order to meet the opposition, that the proposed inclusion of manual training in the curriculum in the form proposed by the Committee, viz., of leaf-manipulation, basket-weaving, string-weaving and bamboo-work, is likely to evoke, and has already evoked it would not be advisable to substitute, for such occupations, other occupations, such as paper-folding &c. which are more suited to the social ideas and prejudices of the higher castes.

(*d*) It should be further considered whether, having regard to the fact, that the subordinate officers of Zemindars and Mahajans are mainly recruited from the class of people whose education terminates with the Middle Vernacular Examination, Zemindari and Mahajani Accounts should not form a part of the curriculum for this Examination.

14. For the Upper Primary Examination, it is proposed

to prescribe one single Reader for the purpose of teaching History, Geography and Literature (prose and poetry). The Parishad ventures to think that a separate Text-book on Literature, should, as in the Middle Vernacular Examination, be prescribed and that instead of compressing History and Geography into one Reader, two separate Text-books (the Historical Book containing a connected account of the History of Bengal and the Geographical Book giving the student a general knowledge of Asia and a special knowledge of Bengal) should be prescribed, as suggested before, in the case of the Middle Vernacular Examination. Elementary principles of Grammar should also be prescribed for the students who would go up for the Upper Primary Examination. They may not read a separate Text-book on Grammar but a certain portion of the book prescribed for the Middle Vernacular Examination may be taught in the Upper Primary class.

15. The Science Primer now proposed to be prescribed for the Lower Primary Examination, should be replaced by a Reader to consist partly of moral lessons and partly of lessons on scientific subjects as recommended by the Committee appointed by the Government; and the entire book is to be treated as a Literature book and taught as such.

16. The introduction of Kindergarten and Object Lesson teaching in the infant class of the Lower Primary Schools and of Object Lessons in the 1st and 2nd standards of the Primary Schools, is an innovation of far-reaching consequence and if successfully carried out, cannot fail to prove of the greatest benefit to the pupils, for whom they are intended. At the same time the Parishad is bound to observe that, unless the necessary means are adopted to insure the success of the proposed Scheme in this respect, it would prove worse than useless. The Parishad is persuaded that the Gurus, now in charge of Lower Primary Schools, who are, for the most part, recruited from a class, possessing very indifferent education, would be wholly incompetent to teach after the Kindergarten method or to give Object Lessons to their pupils, even with the help

of the proposed Teachers' Manuals. The success of the proposed Scheme will largely depend on the "personnel" of the teachers and the Parishad has grave misgivings as to whether the necessary preliminaries, suggested in the 18th paragraph of the Committee's Report, would be at all adequate for the purpose and the Parishad is convinced that in order to insure the successful working of the Scheme, it would be necessary to open a large number of Training Schools in convenient centres, which may be availed of by intending Gurus in large numbers and to provide better prospect and higher emoluments to attract a better class of men than are at present available to undertake the duties of Gurus in Lower Primary Schools. The Parishad therefore suggests that the proposed system of Kindergarten and Object *Lesson* teaching should at first be confined to some Schools at some convenient centre, which should be fully equipped for the purpose by the Government. Unless the Government should be prepared to make a large outlay on Vernacular Education than it does at present, it will not be possible to give effect to the proposed system in a large number of schools, at least for some years to come. It should further be borne in mind that, in Bengal, the number of Aided and Stipendiary Schools, which may be said to be under the control of the Government, is only 13·8 per cent. of the total Vernacular Schools, whereas the Unaided and Non-stipendiary Schools, over which the Education Department can exercise but a loose sort of control, make up the residue. Silent opposition is expected from the promoters of these last mentioned schools and the effect of the enforcement of the Scheme may be to drive these men to sever the connection of their schools with the Lower Primary System altogether. And having in view the fact that the 26,866 Non-Stipendiary Schools in Bengal received from the Government and the Boards, altogether Rs 3,42,908, in 1897-98, an average of Re. 1 per month, per school, the contingency, I have just suggested, is not so unlikely as it may seem at first sight. It is therefore necessary that public opinion should be enlisted on the side of the pro-

posed modification and this can best be done by proving the success of the Scheme in a few advanced and selected schools, instead of introducing the Scheme all at once in all the 47,500 schools in Bengal.

17. In the opinion of the Parishad the time, allowed by the Committee for the introduction of the new Scheme, under which the first examination for scholarships under the revised standard would be held in 1902, inadequate. So far as the Lower Primary Examination is concerned, there can be no objection to the Scheme, as suggested above, being introduced in 1903; but as the system proposed is a graduated one and leads from stage to stage, from the Lower Primary through the Upper Primary to the Middle Vernacular stage, an examinee, who was not been brought up under the new system and who has not mastered the Text-books for the Lower Primary Examination, cannot be expected to go up for the Upper Primary or Middle Vernacular Examinations with any reasonable chance of success in 1902. To take one instance, how is a candidate, in the Middle Vernacular Examination in 1902, to answer questions on Botany, set from the more advanced Science Reader appointed as Text-book for that Examination, when he has not read Botany in previous years in the 1st to the 4th Standards. The Parishad therefore suggests that the Scheme should be introduced in 1904 for the Lower Primary, in 1906 for the Upper Primary and in 1908 for the Middle Vernacular Examination.

18. As to the method suggested by the Committee of procuring the class of Text-books required, the Parishad thinks that instead of Government giving a guarantee that no changes would be made in the books for a certain time, namely for five years, as proposed by the Committee, (which would give monopoly to one auther for five years and thus put a check to healthy competition) the system now in force in this respect should be followed, that is to say, the Government should notify publicly the Text-books, required for the different classes of schools and invite authors and publishers to submit works, for

approval of the Central Text-book Committee or some other Committee, appointed by the Government. The Committee would approve of such books as in its opinion may seem fit to be used as Text-books for the several examinations, instead of accepting one single book as the very best and rejecting all the rest. The rest would be left to competition as now. The Parishad thinks that in this way a better class of Text-books and a larger number of them would be available than under the system proposed by the Committee.

19. The Parishad lastly prays, that the Government will be pleased to take the above observations into its favourable consideration, before taking action upon the proposals made by the Committee.

The B. S. Parishad Office,
106-2 Grey Street,
The 30th September, 1899.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

(Sd.) YATINDRA NATH CHOWDHURY,
Hony. Secretary, B. S. Parishad.

("গ" পরিশিষ্ট।)

FROM

Raya Yatindra Nath Chaudhuri M.A., B.L.
Secretary, Bangiya Sahitya Parishada,
CALCUTTA.

TO

The Secretary to the Government of Bengal,
Financial Department.

SIR,

The "Bangiya Sahitya Parishada" or the Academy of Bengali Literature, is an AssocitION founded in Calcutta in the year 1893, by a body of educated gentlemen of Bengal, to im-

prove and encourage Bengali Literature. As a means to this end, the Association under-takes to publish new literary works a Grammar and Dictionary of the Bengali language, Bengali Translation of valuable and useful books from other languages, to collect and edit ancient poetical works, to publish dissertations on Philosophy, Science, History, Poetry and other subjects of general literature, and to conduct and edit a periodical journal in Bengali. Since its establishment, the Association has been trying to the best of its power, to accomplish those objects.

One of the various duties of the Assocation has been to seek to assist eminent men of science and literature in these provinces, who have fallen into pecuniary difficulty. The Assocation therefore begs most humbly to approach the Government with a representation for help, on behalf of Babu Hem Chandra Banerji, the late Senior Govenment Pleader of the High Court and celebrated Bengali poet, who is and will continue to be widely known all over the country for the genuine and exceptional excellence of his poems. This old gentleman has now grown blind and is at present devoid of any means to support himself and his family. During his early days of prosperity, he devoted most part of his income to the cause of charity and his generous heart and benevolence have, I am afraid, been the cause of his present distress.

It will not be out of place, if the Association takes the liberty of referring to the reply, which the Hon'ble Mr. Baker was pleased to give to the proposal that was made, at the meeting of the Council of His Honour the Lieutenant Governor, held on the 15th of April 1889, by the Hon'ble Raja Sasi shekharesvar Roy Bahadur of Tahirpur. The Hon'ble Raja Bahadur proposed to the Council, that a monthly "pension or honorarium" be granted by the Government of Bengal to Babu Hem Chandra-Banerji, an eminent poet of Bengal, as a mark of its appreciation of his life-long devotion to the cause of Bengali Literature. In reply to the proposal of the Hon'ble Raja Bahodur, as published in the "Calcutta Gazette' of the 17th

of May 1899, the Hon'ble Mr. Baker was pleased to observe "if at any time, any conspicuously deserving case of the kind (namely that of a distinguished Bengali Scholar or poet) were brought forward, I fell sure, it would receive the sympathetic consideration of my Hon'ble friend Mr. Finucane."

In expressing the humblest thanks and most heart-felt and sincere gratitude of the Association, for the kind and hopeful assurance of Government quoted above, the Association humbly begs, to bring formally to the kind notice of the Government of Bengal, the case of Babu Hem Chandra Banerji, who, as stated above, is old and blind and is almost without any means of subsistence and thinks that regard being had to his eminent services to the cause of the modern Bengali Poetical Literature, he (the poet) richly deserves State patronage by the grant of a fixed monthly "pension or honorarium." We understand that it is a practice in England and other civilized and advanced countries of the West, to accord State encouragement to men of Literature and Science for their eminent services in their respective department of learning and such a benevolent measure, if adopted here, will be gratefully acknowledged and the ties of affection, gratitude and loyalty, which bind the people to their rulers, will be drawn closer.

The Association therefore most humbly prays that the Government of Bengal may be graciously pleased to take into its kind consideration Babu Hem Chandra Banerji's case and settle upon the blind poet a monthly "pension or honorarium," so as to enable him to pass the few remaining days of his life in comprative peace of mind.

I have the honour to be,

Sir

Your most obedient servant,

DATED, CALCUTTA,
The 30th of August, 1899.

YATINDRA NATH CHOWDHURY.

Hony. Secy. B. S. P.

"খ ১।" পরিশিষ্ট।

No. 657 T. G.

GENERAL DEPARTMENT.

FROM

E. LISTER Esqr. C. S.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

To

BABU HEM CHANDRA BANERJI.

Dated, Darjeeling, the 20th June, 1900.

Sir.

I am directed to inform you that Her Majesty's secretary of state for India has been pleased, on the recommendation of the Indian Government, to grant you, with effect from the 1st January, 1900, a pension of Rs 25 per mensem, in consideratiou of your literary merits and distressed circumstances. I am to request that you will be good enough to intimate to this office the name of the Treasury at which the pension should be paid.

I have &c.

(Sd.) E. Lister.

Under-Secretary.

No 658. T. G.

Govt. order No 957 T.G. of 30th June 1900 } Copy forwarded to the Secretary Bangiya Sahitya Parisad, for information with reference to his memorial dated 30th August 1899.

Darjeeling, General dept, Miscellaneous Branch. The 20th June 1900. } By order of the Lieutenant Governor of Bengal.

Sd. E. LISTER.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

"খ" পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতির প্রশ্নাবলী।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিবার প্রণালী নির্দ্ধারণ।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধির নিয়মগুলি রাখা সঙ্গত কি না? কোন্ কোন্ স্থলে ঐ সকল নিয়মের অবলম্বন এবং কোন্ কোন্ স্থলে উহার অতিক্রম করা বিধেয়?

(২) সমাস, কারক, তদ্ধিত, স্ত্রীত্ব প্রভৃতির যে সকল নিয়ম এখনকার ব্যাকরণে প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ, সংগঠন ও ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তৎসমুদায়ের কিরূপ পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত?

(৩) যে সকল সংস্কৃত শব্দের সহিত অসংস্কৃত শব্দের সংযোগ আছে, তৎসমুদায়ে সমাসের নিয়ম রাখা সঙ্গত কি না? যেমন পিতাঠাকুর বা পিতৃঠাকুর ইত্যাদি।

(৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর অনেক স্থলে, 'তিনি অমুক বিষয় অমুকের হস্তে সমর্পিত করিয়াছেন'; 'অমুক বিষয় অমুককে প্রদর্শিত করিয়াছেন,' ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। কর্ত্তৃবাচ্যে সকর্ম্মক ক্রিয়াগুলির এই রূপ প্রয়োগ উচিত কি না? এ বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ নিয়ম থাকা আবশ্যক?

(৫) বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বিধেয় কি না? বাঙ্গালায় অনেক সংস্কৃত শব্দ অসংস্কৃতভাবে প্রয়োজিত হয়। যেমন 'শ্রীমানের,' 'শ্রীমানগণ,' 'বিপদসাগর' ইত্যাদি। আবার 'বিপৎপাত' প্রভৃতি সংস্কৃতনিয়মানুযায়ী শব্দের প্রয়োগও আছে। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মনির্দ্ধারণ আবশ্যক কি না? কি কি প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিলে ভাষা পরিস্ফুট, শ্রুতিমধুর ও সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে?

(৬) বাঙ্গালা বর্ণমালায় দুইটী "ব"কার আছে, কিন্তু সংস্কৃতের "ব"কারের ন্যায় বাঙ্গালায় এই দুই "ব" চিনিয়া লইবার কোন নিদর্শন নাই। কোন্ স্থলে কোন্ "ব"কার হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালায় কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। "ব"কারদ্বয়ের উচ্চারণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে দৃষ্টি না থাকাতে এখন বাঙ্গালায় "ভ" দিয়া ইংরাজি "ভি"র উচ্চারণ হইতেছে, যেমন 'গভর্ণর' 'ভিক্টোরিয়া,'

'প্রিভিকৌন্সিল' ইত্যাদি। এ স্থলে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক? বাঙ্গালায় দুইটী "ব"কারের পার্থক্য রাখা উচিত কি না? উচিত হইলে "ব"কারের বিভিন্নতাজ্ঞাপক কিরূপ নিদর্শন রাখা কর্ত্তব্য? স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নামের অক্ষরান্তর প্রসঙ্গে এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনীয় কি না?

(৭) বাঙ্গালায় স্থলবিশেষে তদ্ধিতের ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস ভিন্নরূপ দেখা যায়। যেমন 'কর্ম্মচারিগণের,' 'কর্ম্মচারীদিগের,' 'হস্তিদ্বারা' বা 'হস্তীদ্বারা' ইত্যাদি। এরূপ শব্দের বর্ণবিন্যাস সর্ব্বত্র একরূপ হইতে পারে কি না? 'মনস্,' 'তেজস্,' 'হস্তিন্' প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালায় মন, তেজ, হস্তী প্রভৃতি রূপে ধরিয়া বলিতে পারা যায় কি না? বাঙ্গালায় 'সতেজাঃ' না লিখিয়া 'সতেজ' লেখা হয়, আবার 'মনবৃত্তি,' 'মনতত্ব,' 'মনকষ্ট' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'মনোবৃত্তি' 'মনস্তত্ব' ও 'মনঃকষ্ট' প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে। এ স্থলে বাঙ্গালা ব্যাকরণের কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক?

(৮) বাঙ্গালায় বর্ণমালাগুলি কমাইবার কোন হেতু আছে কি না? অনেক বাঙ্গালা কথা বিস্তৃতভাবে না লিখিয়া সংক্ষিপ্তভাবে লেখা যাইতে পারে, যেমন 'থই, মই, বই' (ব্যতীত) স্থলে 'থৈ, মৈ, বৈ' ইত্যাদি। ভাষার অবস্থানুসারে এই সকল বিষয় এক ভাবে চলিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কি নিয়ম প্রশস্ত?

(৯) বৈদেশিক শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস একরূপ হয়, তদ্বিষয়ে কোনরূপ নিয়ম করা সঙ্গত কি না? যেমন 'শিলিং' কথা কেহ কেহ "ং" অনুস্বার দিয়া, কেহ কেহ "ঙ" দিয়া, কেহ কেহ বা "ঙ্গ" দিয়া লিখিয়া থাকেন। এক ভাষায় এরূপ বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস থাকা সঙ্গত নয়। ঈদৃশ স্থলে কি করা উচিত?

(১০) প্রদেশবিশেষে উচ্চারণভেদে প্রাদেশিক শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস বিভিন্ন দেখা যায়। এক অঞ্চলের লোক প্রস্থাবিতে "এঁটেল" "কুঁজা" প্রভৃতি ব্যবহার করেন, অন্য অঞ্চলের লোক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করেন না। এ সকল বিষয়ে কি প্রণালী অবলম্বনীয়?

(১১) শব্দ ও ধাতুর উত্তর বিভক্তিযোগ স্থলে কতদূর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করা উচিত? বাঙ্গালায় কয়টী কারক থাকা আবশ্যক? স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ধাতু স্বীকার করা উচিত কি না? ঐ ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হইতে পারে কিনা?

ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে পরিষদের যে শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধিবেশনে আপাততঃ এই সকল প্রশ্ন নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। ভাষার উৎকর্ষসাধন ও ব্যাকরণের প্রণয়ন সম্বন্ধে অন্য যে সকল বিষয় আপনার মতে প্রশস্ত বোধ হয়, তৎসমুদায়ও অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র-প্রাপ্তির এক মাস মধ্যে লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির সম্পাদক।

"খ ১।" পরিশিষ্ট।

২। ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির প্রশ্নাবলীসম্বন্ধে

প্রেরিত পত্রের মতামতের সার সঙ্কলন।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে সমিতির সদস্য মহাশয়দিগের নিকটে কতকগুলি প্রশ্ন পাঠান গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে এবং শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ কেবল এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকমল বাবুর মতে উল্লিখিত বিষয়ে এখনও নিয়ম-নির্দ্ধারণের সময় উপস্থিত হয় নাই। "বাঙ্গালাতে যে সকল স্থায়ী ও কীর্ত্তিশালী লেখক জন্মিয়াছেন ও জন্মিবেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ অভিরুচিদ্বারাই ঐ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এখনও তাদৃশ লেখকের সংখ্যা এত অধিক হয় নাই যে, তাঁহাদিগের রচনা হইতে সেই ব্যবস্থা উদ্ধার করা যাইতে পারে।" ইহার পর কৃষ্ণকমল বাবু লিখিয়াছেন—"মনে করুন, যদি কেহ 'বিদ্বান্‌গণ' না লিখিয়া, বাঙ্গালাতে "বিদ্বদ্‌গণ" লেখেন, তবে তিনি অস্থান-পাণ্ডিত্য (প্যাটামি) দোষে দোষী হইবেন। কিন্তু তা বলিয়া 'বিদ্বজ্জনসমাজ' এ প্রকার শব্দ-বিন্যাস বাঙ্গালা ভাষা হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হওয়া উচিত, ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যায় না। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধ হয়, ভাষা-সম্পৃক্ত অনেক ব্যবস্থা করিবার অধিকারী হইতেছেন প্রতিভা, ব্যাকরণ নহে। যাবৎ প্রতিভা আবির্ভূত না হইয়া ভাষার প্রবাহ এক দিকে চালাইয়া দেয়, তাবৎকাল ব্যাকরণদ্বারা ব্যবস্থাপন চেষ্টা ফলবতী হইবে না।"

রাজেন্দ্র বাবুর মতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেই নিয়ম নির্দ্ধারণ করা উচিত। অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ স্থলে লৌকিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা বিধেয়। এ বিষয়ে প্রয়োগ-বাহুল্যকে আদর্শ করিলেই চলে।

বীরেশ্বর বাবু প্রধানতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তবে স্থল-বিশেষে উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত সন্ধিসূত্রের আবশ্যকতা নাই। কতকগুলির আবশ্যকতা আছে।" "সমর্পিত করিয়াছেন," প্রদর্শিত করিয়াছেন" প্রভৃতি লেখা তাঁহার মতে উচিত নয়। অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি কহিয়াছেন—"অধিকাংশ স্থলে যেরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু 'পিতাঠাকুর' না লিখিয়া যদি কেহ 'পিতৃঠাকুর' লেখেন, তাহা হইলে তিনি ভুল লিখিয়াছেন, বলিতে পারা যায় না।" যদি সমিতি আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে বীরেশ্বর বাবু ভাষার উৎকর্ষসাধন ও ব্যাকরণ প্রণয়নসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানাইতে পারেন।

নকুলেশ্বর বাবু উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার ভাষাবোধ নামক ব্যাকরণ দেখিতে বলিয়াছেন। সমিতি যে সকল বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, ভাষাবোধে তৎসমুদয়ের উত্তর আছে। নকুলেশ্বর বাবুর মতে 'পিতাঠাকুরই' বাঙ্গালা পদ। 'পিতৃঠাকুর' বাঙ্গালায় চলে না।

"ঙ" পরিশিষ্ট।

গ্রন্থোপহারদাতাদিগের নামাদি।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি, এল,—(১) বঙ্গেশ্বর।

রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব—৮ খানি পুথি,—

(১) ব্রহ্ম-পুরাণের সত্যনারায়ণের কথা, (২) নারদীয় পুরাণের অংশ, (৩) সাবিত্রী উপাখ্যান, (৪) একাদশী মাহাত্ম্য, (৫) রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড, (৬) চৈতন্য-চরিতামৃত, (৭) বাসুঘোষের নিমাই সন্ন্যাস, (৮) রামাভিষেক। ৬ খানি পুস্তক,—(১) চৈতন্যচরিতামৃত, (২) লঘুভাগবতামৃত, (৩) Victoria Charitam. (৪) A brief Summary of the Proceedings of the Public

meeting to protest against the Calcutta Municipal Bill. (৫) Proceedings of the Public meeting on the Currencey question. (৬) The 4th Annual Report of the Committee of the British Indian Association.

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে, বি, এল্‌,—(১) Students History of Rajputana. (২) The Pocket Botany.

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল্‌,—(১) বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ,—(১) প্লেগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত, (২) The Hindu Medical Writers on Plague.

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল্‌,—(১) প্রীতিগীতি।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, এম, এ, বি, এল্‌,—অদ্বৈতবাদ-বিচার (২৫ খানা)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—৫ খানি পুথি;—(১) নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, (২) বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, (৩) লোচন দাসের সন্ন্যাস খণ্ড, (৪) অদ্বৈতের বাল্যলীলা (খণ্ডিত) (৫) বৃন্দাবনলীলা (খণ্ডিত)।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর্য্যধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত।

শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু,—(১) কবিকঙ্কণের চণ্ডী, (বটতলার প্রাচীন সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ বসু,—(১) রামপ্রসাদ, (২) নাট্যবিকার, (৩) বাহবাহার, (৪) পৌরাণিক পকরং।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস, বি, এ—(১) ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ, কাশী-নাগরী প্রচারিণী সভা, (২) রাজা হরিশ্চন্দ্র।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল,—(১) আত্মবোধ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,—(১) বিপত্নীক, (২) উচ্ছ্বাস, (৩) অধঃপতন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল্‌,—(১) বঙ্গীয় সমাজ।

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ,—(১) জগদানন্দ-পদাবলী ভক্তিপ্রভাবলী (৫ খানা)।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,—(১) সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, (২) বঙ্গভাষা ও সাধুভাষা ব্যাকরণ সারসংগ্রহ, (৩) বেদান্ত সংজ্ঞাবলী, (৪) প্রাক্তিজ্জন, (৫) মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব, (৬) Guide

to the transliteration of Hindu and Mahomedan names in the Bengal Army. (৭) Dictionary of Mahomedan words.

শ্রীযুক্ত রামলাল চক্রবর্ত্তী,—(১) হরি-সঙ্গীত, (২) হরি-সংকীর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী,—(১) প্রীতি উপহার, (২) মালতীমালা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে,—(১) প্রেমগাথা।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ,—(১) মুকুর।

শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায়,—(১) রবিনসন ক্রুশোর চরিত্র।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ,—(১) রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, (২) মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—(১) বিবিধ-প্রবন্ধ, (২) মানব-সুহৃদ, (৩) বিনয়-পত্রিকা, (৪) রত্নপরীক্ষা, (৫) ভ্রমনিবারণ, (৬) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, (৭) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান, ২য় খণ্ড।

শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,—(১) Life of Chaitanya.

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি এল,—(১) বিদ্যাপতি, (২) পাঠমালা ১ম। (৩) ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত (১) বঙ্গে সামাজিকতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র,—হিন্দী—৮ খানি,(১) সর্পাঘাত চিকিৎসা। (২) প্রভাস-মিলন, (৩) বিদ্যাঙ্কুর, (৪) চারুপাঠ ১ম ভাগ, (৫) চারুপাঠ ২য় ভাগ, (৬) লক্ষ্মীবাই, (৭) কাশ্মীর-কীর্ত্তি, (৮) লক্ষ্মীশ্বর-চম্পূ (সংস্কৃত), (৯) কলির মেয়ে ও ঘরা বাবু, (১০) পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, (১১) সন্ন্যাসী।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(১) বিষাদহৃদয় (২) বিদগ্ধ-জীবন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—(১) বিবেক বিলাপ নাটক, (২) ত্রিদিব-বিজয় কাব্য।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,—(১) ধ্যানভঙ্গ, (২) হঠাৎ নবাব, (৩) অলীক বাবু, (৪) উত্তর-চরিত।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—(১) মেঘদূত, (২) বোম্বাই চিত্র।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল,—(১) কনকাঞ্জলি, (২) প্রদীপ।

"চ" পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩০৬ সালের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।		ব্যয়।	
চাঁদা আদায়	১৪০৬৷৷০	বেতন	৩৬৫।৵৫
প্রবেশিকা আদায়	৭৮৲	বিবিধ মুদ্রণ	১৩৮৶০
পুস্তক ও পত্রিকা-বিক্রয়	১০১।৶০	পত্রিকা-মুদ্রণ	২১৩৴১০
এনসাইক্লোপিডিয়ার চাঁদা আদায়	৬৫৷৷০	পুস্তক-ক্রয়	২৬৮৵০
পুরস্কার	১০০০৲	সরঞ্জামী	১৬৷৷৶৫
বিবিধ আয়	১১৷৷৴৫	ডাকমাশুল	১৭৬৸৵৫
কর্জ্জ	৪৭৷৷৶৫	দপ্তরী	৩৫।৵১৫
গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির হাওলাত আদায়	২৫৲	পুরস্কার	১০০০৲
ফেরত জমা	৷৷৶১০	বিবিধ	২০৭৸৴১৫
		গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিকে হাওলাত দেওয়া যায়	২৫৲
		কর্জ্জ শোধ	৪৭৷৷৶৫
		বাটাভাড়া	২৫৲
	২৭৩৬৷৷০		২৫১৬৸৵১৫

মোট — ২৭৩৬৷৷০
আয় — ১৬১৷৷৶১৫
গতবর্ষের উদ্বৃত্ত — ২৮৮৮৶১৫
— ২৫১৬৸৵১৫
৩৮১।৵০
ব্যয় বাদ
আয় — ২২৫৲
সেভিংস ব্যাঙ্কে মজুত — ১০০।৵০
ধনরক্ষকের নিকট মজুত — ৩৮১।৵০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
ধনরক্ষক।

এই হিসাব পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী।
শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।
আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়।

"ছ" পরিশিষ্ট।

গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতির আয় ব্যয়-বিবরণ।

আয়।

১৩০৪ সালে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে
মজুত ছিল——————১০০০৲
ধনরক্ষক রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব
বাহাদুরের নিকট মজুত ছিল—৭১৸৶০

———

১০৭১৸৶০
১৩০৪ সালের ব্যয় বাদ——২০০৲

———

৮৭১৸৶০

১৮৯৮। ১৩ ডিসেম্বর।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়
বাহাদুরের দান——২০০৲
রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ
বাহাদুরের দান———২৫৲
২২৫৲

———

১০৯৬৸৶০
১৩০৫ সালের ব্যয় বাদে—২০০৲

———

৮৯৬৸৶০

জেঃ——— ৮৯৬৸৶০
১৩০৫ সালের উদ্বৃত্ত
১৩০৬ সালের ব্যয় বাদ—৬৫০৲
———
২৪৬৸৶০

বাদ——— ১৭৫৲
বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মজুত
ধনরক্ষক রাজা বাহাদুরের
নিকট মজুত——— ৭১৸৶০
———
২৪৬৸৶০

ব্যয়।

১৩০৪ সাল।—
(১৮৯৭ ডিসেম্বর)—
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত
ছাপাইবার জন্য ব্যয়———২০০৲

———

১৩০৫ সাল।— ২০০৲
(১৮৯৯। ৬ মার্চ)—
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত
ছাপাইবার জন্য ব্যয়———২০০৲

———

১৩০৬ সাল।— ২০০৲
(১৮৯৯। ১১ মে)—
বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত
ছাপাইবার ব্যয়—————২০০৲
(১৮৯৯। ৩১ আগষ্ট)—
ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের
ব্যয়———————————৫০৲
(১৮৯৯। ১৫ নভেম্বর)—
বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত
ও পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী
ছাপাইবার ব্যয়————১০০৲
(১৯০০। ১লা ফেব্রুয়ারী)—
ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের
ব্যয় ——————২৫৲
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাপাইবার
ব্যয়———————————
২৫০৲

এন্সাইক্লোপিডিয়া ক্রয়ের
জন্য দেওয়া হয়।—————
২৫৲

———

৬৫০৲

পরিষদের মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ।

১। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

একা কাশীরাম দাস নহে, বাঙ্গালা ভাষায় এপর্য্যন্ত এ রূপ স্বতন্ত্র বাইশ জন কবির লেখা বাইশ খানি মহাভারত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বাইশ জন কবির মধ্যে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষৎ এই আদি মহাভারত মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার মূল্য দুইখণ্ডের একত্র ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি রক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মূল পাঠ উদ্ধার করিয়া রামায়ণ-প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছেন ও নানা স্থান হইতে পুঁথিসংগ্রহ করিতেছেন। যাঁহাদের নিকট কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা পরিষৎ কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পরিষৎ সাতিশয় উপকৃত হইবেন। যদি কেহ পুঁথি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পরিষৎ তাঁহাকে যথোপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন। সম্প্রতি ইহার কোন কোন কাণ্ড মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

৩। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকা-বর্ণনা-ছলে রাগানুগা ভক্তির উপদেশ আছে। উদাহরণাদি প্রাচীন সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলী হইতে দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। ইহার মূল্য ।৶৹ আনা।

১৩৭।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাময়িক পত্রিকাদির সম্পাদক-সদস্যগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা ;—তাঁহারা স্ব-প্রণীত গ্রন্থ ও স্ব-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা পরিষৎ-পুস্তকালয়ে উপহার দিলে পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। সভ্যশ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার বা সম্পাদক নহেন, তাঁহারাও চেষ্টা করিলে অন্য-রচিত পুস্তক পরিষৎ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইতে পারে। এরূপে উপহার পাইলে পরিষদের অধিবেশন ও কার্য্যবিবরণীতে উপহারদাতাদিগের নাম বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ে সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা বহুল পরিমাণে সংগ্রহের অভিপ্রায়ে পরিষদের সদস্য ও সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহারা এদেশীয় প্রাচীন সাময়িক পত্রিকার নাম, ঠিকানা, সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের নাম সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পরিষৎ কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলে বা সংগ্রহ করিয়া দিলে, পরিষৎ বিশেষ বাধিত হইবেন। এই দেশের যে কোন ভাষায় লিখিত পত্রিকা সাদরে গৃহীত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুস্তকালয় ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, অবৈতনিক গ্রন্থরক্ষক।

প্রাচীন পুস্তক-পত্রাদি-সংগ্রহ।

বাঙ্গালায় পুস্তকালয় অনেক আছে, কিন্তু এমন কোন পুস্তকালয় নাই, যে স্থানে বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থাদি ও সাময়িক পত্রিকাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, এখনও চেষ্টা করিলে, তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায়। সাময়িক পত্রিকাদিতে নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমস্ত সাময়িক পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেও সাহিত্যের অনেকাংশ উদ্ধার ও রক্ষা করা যায়। যাঁহারা বিষয়-বিশেষের

আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা আলোচনার জন্য একস্থানে এই সকল বিষয়ের সংগ্রহ পাইলে বিশেষ সুবিধা অনুভব করিবেন, এই নিমিত্ত পরিষৎ পুস্তকালয়ে প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং সকল প্রকার সাময়িক পত্র সংগৃহীত হইতেছে। পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিবর্গকে এজন্য অনুরোধ, তাঁহারা যদি স্বতঃ পরতঃ চেষ্টায় পরিষদের এই কার্য্যে সাহায্য করেন অর্থাৎ প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং পুরাতন মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার বিশেষ উপকার করা হয়। পরিষৎ উপযুক্ত বোধ করিলে মূল্য দিয়াও ঐ সকল ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

পুথি সংগ্রহ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য, বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাদির উদ্ধার। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ সংগ্রহ ও রক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিস্তর প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আজিও অনেকের ঘরে অজ্ঞাত অবস্থায় থাকিয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে। যাঁহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন কিম্বা যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যেকের ঘরে বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ঘরে অনুসন্ধান করিলে, এরূপ পুঁথি অনেক পাইতে পারেন। পরিষৎ ঐরূপ পুঁথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরিষদের সভ্য ও বন্ধুগণ যদি স্ব স্ব চেষ্টায় এরূপ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষৎকে সাহায্য করেন ও মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নপর হন, তাহা হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ ধ্বংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। অতএব অনুরোধ,—কোথায়, কাহার নিকট, কি পুঁথি আছে এবং পুঁথির স্বত্বাধিকারী তাহা কিরূপে হস্তান্তরিত করিতে চাহেন, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে, পরিষৎ বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়,
১৩৭। ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
অবৈতনিক সম্পাদক।